সমস্বর©

৯০ তম সংখ্যা, জানুয়ারি-মার্চ ২০২৩

তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন দ্রুত সংশোধন করা হোক

www.bata.net.bd

বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোটের **মুখপত্র**

অন্যান্য পাতায় আছে .....

তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন সংশোধনের দাবিতে লিফলেট ক্যাম্পেইন

তামাক নিয়ন্ত্রণে রেলপথ মন্ত্রণালয়ের সহায়তা অব্যাহত থাকবে

প্যাকেটে উল্লেখিত দামের চেয়ে বাড়তি দামে সিগারেট বিক্রি করা যাবে না – এনবিআর চেয়ারম্যান

"সড়ক পরিবহন বিধিমালা ২০২২" এ তামাক নিয়ন্ত্রণের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করায় জোটের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ

তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন শক্তিশালীকরণে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রীর সমর্থন

নির্বাচনী প্রতীক হিসেবে 'হুক্কা'কে বাদ দেওয়া এবং ভোটকেন্দ্র ধূমপানমুক্ত করার অনুরোধ

স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজিং প্রবর্তনের প্রয়োজনীয়তা বিষয়ক সভা

বইমেলা প্রাঙ্গনে তামাক বিরোধী জোট এর অবস্থান কর্মসূচি

তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন বাস্তবায়নে গণ-পরিবহন চালকদের প্রশিক্ষণ

টোব্যাকো ট্যাক্স ক্যাম্পেইন প্লানিং বিষয়ক কর্মশালা

'তামাক কর নীতি ব্যবস্থায় কোম্পানির ফাঁকি: জনস্বাস্থ্য রক্ষায় করণীয়' শীর্ষক কর্মশালা

কিশোরগঞ্জে তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপন বন্ধে কঠোর টাস্কফোর্স কমিটি

গাজীপুরে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নে মতবিনিময় সভা

পঞ্চগড়ে তামাক নিয়ন্ত্রণ কর্মশালা

সাতক্ষীরা জেলা টাস্কফোর্স কমিটির ত্রৈমাসিক সভা

তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নে বিভিন্ন জেলায় মোবাইল কোর্ট

২০২৩-২৪ অর্থ-বছর' এর জন্য তামাকজাত দ্রব্যের মূল্য ও কর প্রস্তাব

স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব অর্থায়নে সচেতনতামূলক কার্যক্রম

তামাক বিক্রয়ে লাইসেন্সিং বাধ্যতামূলক করলেন মেয়র ফজলে নূর তাপস

<u>প্রবন্ধ</u>

তামাক আইন সংশোধনের বিরুদ্ধে অপকৌশল

খুচরা মূল্যের কারসাজিতে রাজস্ব ক্ষতি ও তামাক কোম্পানির মিথ্যাচার

সম্পাদনা পরিষদ

সভাপতি

সাইফুদ্দিন আহমেদ

সদস্য

হেলাল আহমেদ

আমিনুল ইসলাম বকুল

সৈয়দা অনন্যা রহমান

আর্থিক সহযোগিতায়:

The Union — International Union Against Tuberculosis and Lung Disease — Health solutions for the poor

মুদ্রণ: আইমেক্স মিডিয়া লিঃ

ফোন: +৮৮ ০১৯৭৭০১৪৪১২

সম্পাদকীয়

সুনির্দিষ্ট কর নীতিসহ অনতিবিলম্বে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনের পুন:সংশোধন চাই

জনস্বাস্থ্য রক্ষায় বর্তমান সরকার কর্তৃক গৃহীত নানামুখী পদক্ষেপ উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেও অসংক্রামক রোগে আক্রান্তের সংখ্যা উদ্বেগজনকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। এই অসংক্রামক রোগের অন্যতম প্রধান কারণ তামাকের ব্যবহার যা নীরব মহামারীর মতো ছড়িয়ে পড়ছে। পরিস্থিতি মোকাবেলায় মাননীয় প্রধামন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০৪০ তামাক নিয়ন্ত্রণে কার্যকর সমাধান হিসেবে ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্যের উৎপাদন, ব্যবহার, ক্রয়-বিক্রয় ও বিজ্ঞাপন নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০০৫ প্রণয়ন করে। ২০১৩ সালে এই আইনের বেশ কয়েকটি ধারা সংশোধন করে পরবর্তীতে ২০১৫ সালে এর বিধিমালা প্রণয়ন করা হয়। কিন্তু সংশোধিত আইনেও বেশ কিছু ত্রুটি থেকে যাওয়ায় আইন বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া ব্যহত হচ্ছে যার অন্যায় সুযোগ নিয়ে তামাক কোম্পানিগুলো বিভিন্ন অপকৌশলে তাদের কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে। বর্তমানে আইনটি আরো শক্তিশালী ও যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে স্বাস্থ্যমন্ত্রণালয় কর্তৃক পুন:সংশোধনের একটি প্রক্রিয়ার মাঝে রয়েছে।

দেশের সর্বস্তরের জনগণ তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন সংশোধনে যেসকল যৌক্তিক দাবি উত্থাপন করেছেন তা আইনে অন্তর্ভুক্ত হলে আমরা একটা শক্তিশালী তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন পাব। কিন্তু তামাক কোম্পানির অযাচিত হস্তক্ষেপের ফলে বাঁধাগ্রস্থ হচ্ছে এই আইন সংশোধন প্রক্রিয়াসহ সার্বিক তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম। সম্প্রতি ধূমপান এবং তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইনটি সংশোধনের ক্ষেত্রেও তামাক কোম্পানিগুলো নিজেদের স্বপক্ষে লবিস্ট নিয়োগ করে আইন সংশোধনের বিরুদ্ধে একাধিক যুক্তি উপস্থাপন করছে যা আইনটি পাশের পক্রিয়াকে প্রশ্নবিদ্ধ ও বিলম্বিত করছে। এমনকি সরকারি নীতিনির্ধারণী পর্যায়েও তারা প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করছে।

আগামীতে স্বাস্থ্য, অর্থনীতিসহ সব ক্ষেত্রে একটি উন্নত বাংলাদেশ গঠনে তরুণ প্রজন্মের সুস্থতা নিশ্চিত করার বিকল্প নেই। এক্ষেত্রে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা বাস্তবায়নের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে বর্তমান তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনে খুচরা সিগারেট বিক্রয় নিষিদ্ধের বিধান যুক্ত করা অত্যন্ত জরুরি। কারণ তামাকজাত দ্রব্যের প্যাকেটমূল্য যতই বৃদ্ধি করা হোক না কোনো তরুণ প্রজন্মের কাছে খুচরা শলাকার মূল্য ক্রয় সক্ষমতার মধ্যেই থাকবে। তামাকজাত দ্রব্য বিক্রয়ে বিক্রেতার জন্য লাইসেন্সিং ব্যবস্থা বাধ্যতামূলক করা হলে সরকারের রাজস্ব আয়ও বৃদ্ধি পাবে এবং সার্বিক মনিটরিং ব্যবস্থার সচ্ছতা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

তামাক কোম্পানির বিশাল অংকের রাজস্ব প্রদানের মতো একটি মিথ্যাচার সরকার ও সাধারণ মানুষকে ধোকা দেয়ার মূল হাতিয়ার। দেশীয় অর্থনীতিতে তামাক কোম্পানির অবদান প্রতিষ্ঠা করাই এমন তথ্য অধিক প্রচারের মূল উদ্দেশ্য। বাংলাদেশের মতো স্বল্প আয়ের দেশের অর্থনীতি শক্তিশালীকরণের মূল হাতিয়ার কর ও রাজস্ব আয়। এই দূর্বলতার সুযোগ নিয়েই তামাকের মতো একটি স্বাস্থ্যহানিকর দ্রব্য বাজারজাত করে তারা বিশাল অংকের মুনাফা অর্জন করছে। তামাক কোম্পানির নানান মিথ্যাচার ও ছলচাতুরীর কারণে তামাকজাত পণ্যের মূল্য সেভাবে বৃদ্ধি পায়না এবং কোম্পানিগুলো নানা উপায়ে কর ফাঁকি দেয়। এছাড়া, তামাক কোম্পানিতে সরকারের বিদ্যমান শেয়ার তামাক নিয়ন্ত্রণে বড় অন্তরায়।তামাক কোম্পানিতে বিদ্যমান এ শেয়ারের কারণেই তামাক নিয়ন্ত্রণে সহায়ক নীতিগুলো শেষ পর্যন্ত সফলতার মুখ দেখতে পায় না।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রত্যয় বাস্তবায়নে তামাকমুক্ত বাংলাদেশ গঠনের লক্ষমাত্রা অর্জনের জন্য আমাদের হাতে আর মাত্র ১৭ বছর অবশিষ্ট আছে। এই সময়ের মধ্যে বাংলাদশেকে তামাকমুক্ত করতে হলে কর বৃদ্ধির মাধ্যমে এই পণ্যের মূল্য বৃদ্ধির পাশাপাশি তামাক নিয়ন্ত্রণে সহায়ক আইন ও নীতি প্রণয়নের কোন বিকল্প নেই। সার্বিক জনস্বাস্থ্য উন্নয়ন এবং স্বাস্থ্যকর পরিবেশের বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে স্থানীয় এবং জাতীয় পর্যায়ে তামাকের বিরুদ্ধে এখনই কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করা জরুরি।

বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোটের দ্রুত তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন সংশোধনের দাবি

সমস্বর প্রতিবেদক: বিদ্যমান ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইনে (সংশোধিত-২০১৩) কিছু দূর্বলতা থাকায় তামাক নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচিতে আশান্বিত সুফল পাওয়া যাচ্ছে না বরং আইনের এ দূর্বলতার সুযোগ নিচ্ছে তামাক কোম্পানিগুলো। এই আইনটিকে যুগোপযোগী করে আরো শক্তিশালী করার উদ্দেশ্যে এবং তামাক নিয়ন্ত্রণে কার্যকর লক্ষ্য পূরণে সম্প্রতি স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন সংশোধনের খসড়া প্রস্তাব প্রণীত হয়েছে এবং এই আইনটি সংশোধনের একটি প্রক্রিয়ার মাঝে রয়েছে। দ্রুততম সময়ের মধ্যে বিদ্যমান তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনটির সংশোধনী এনে আইনের কার্যকর বাস্তবায়নসহ মাননীয় প্রধামন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রত্যয় অনুসারে ২০৪০ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে তামাকমুক্ত করার স্বপ্ন আক্ষরিক অর্থেই পূরণ করা সম্ভব হয় সেই লক্ষ্য অর্জনে বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোট আইন সংশোধনের যৌক্তিক দাবি জানিয়েছে। দাবির স্বপক্ষে যৌক্তিকতা তুলে ধরা হলো :

খুচরা তামাক বিক্রয় বন্ধ হলে বাড়বে সরকারের রাজস্ব আয়

যত্রতত্র খুচরা তামাকজাত পণ্য বিক্রয়ের ফলে তামাকের প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছে তরুন সমাজ। তামাক নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে সরকার একাধিক কার্যকর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। এরই ধারাবাহিকতায় সম্পূর্ণ প্যাকেট, মোড়ক বা কৌটা ব্যতীত খুচরা বা খোলা তামাকজাত দ্রব্য বিক্রয় নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কার্যকর তামাক নিয়ন্ত্রণে যা অত্যন্ত যৌক্তিক এবং প্রশংসার দাবীদার। কিন্তু তামাক কোম্পানিতে সরকারের বিদ্যমান শেয়ার তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমকে বাধাগ্রস্থ করছে।

কতিপয় বিশেষ তামাক কোম্পানির পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে, বাংলাদেশের অধিকাংশ ধূমপায়ী খুচরা শলাকা ক্রয় করেন এবং ভ্রাম্যমান বিক্রেতাদের জীবন জীবিকা এই খুচরা শলাকা বিক্রয়ের উপর নির্ভরশীল। অথচ বাংলাদেশে লবন, ভোজ্য তেলসহ একাধিক নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য খোলা বিক্রয় সরকার সফলতার সাথে বন্ধ করেছে। এছাড়া, তামাকজাত পণ্য বিক্রয়ের পরিবর্তে শাক-সবজি, ফল ইত্যাদি বিক্রয় করেও জীবিকা নির্বাহ করা সম্ভব।

প্রকৃতপক্ষে বিড়ি-সিগারেটের খুচরা শলাকা ও ধোঁয়াবিহীন তামাকপণ্য খোলা অবস্থায় বিক্রয় নিষিদ্ধ করা হলে কিশোর, তরুণ, নারী ও স্বল্প আয়ের মানুষের মধ্যে এসব পণ্যের সহজলভ্যতা ও ব্যবহার হ্রাস পাবে।

বিড়ি-সিগারেটের খুচরা শলাকা বিক্রয়ের ফলে সিগারেটের মোড়কে উল্লেখিত স্বাস্থ্য সতর্কবার্তাগুলো ব্যবহারকারীর দৃষ্টিগোচর হয়না। এছাড়া, খুচরা সিগারেট বিক্রয়ের ফলে ভোক্তার কাছ থেকে অতিরিক্ত মূল্য আদায় করা হয়। এটি নিষিদ্ধ হলে এই অতিরিক্ত মূল্য থেকে সরকারের অতিরিক্ত ৫ হাজার কোটি টাকা রাজস্ব আয় হবে।

মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, থাইল্যান্ড, মালদ্বীপ, মিয়ানমার, ভিয়েতনাম, পাকিস্থানসহ বিশ্বের ১১৮টি দেশ খুচরা সিগারেট স্টিক বা ছোট প্যাকেট বিক্রয় নিষিদ্ধ করেছে। পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতের মহারাষ্ট্র প্রদেশ ২০২০ সালের সেপ্টেম্বর থেকে বিড়ি-সিগারেটে খুচরা বিক্রি নিষিদ্ধ করেছে। সুতরাং বর্তমান প্রেক্ষাপটে জনস্বাস্থ্য উন্নয়ন এবং রাজস্ব আয় বৃদ্ধির জন্য খুচরা তামাকজাত পণ্য বিক্রি বন্ধ করা জরুরি।

তামাকজাত দ্রব্য বিক্রয়ে লাইসেন্সিং ব্যবস্থা বাধ্যতামূলক করা প্রয়োজন

তামাকজাত দ্রব্য বিক্রয়ে লাইসেন্সিং ব্যবস্থা বাধ্যতামূলক করলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের আশেপাশে ১০০ মিটারের মধ্যে এবং যত্রতত্র তামাকজাত দ্রব্য ক্রয় বিক্রয় বন্ধ হবে। এছাড়া বিক্রয়স্থলে তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপন বন্ধের পাশপাশি অপ্রাপ্তবয়স্ক বিক্রেতার সংখ্যা প্রায় শূন্যের কোঠায় নামিয়ে আনা সম্ভব হবে।

স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন নির্দেশিকার ৮.১-এ বলা হয়েছে- তামাকজাত দ্রব্য উৎপাদনকারী ও বিক্রেতা উভয়কেই বাধ্যতামূলক লাইসেন্সের আওতায় আসতে হবে। এছাড়া প্রতি বছর নির্দিষ্ট ফি প্রদান সাপেক্ষে আবেদনের মাধ্যমে উক্ত লাইসেন্স নবায়ন করতে হবে।' লাইসেন্সিং ব্যবস্থা কার্যকর করার অর্থ শুধু বৈধতা প্রদান নয়। তামাক ব্যবহারে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা।

কিন্তু কোম্পানির পক্ষ থেকে ভ্রাম্যমান বিক্রেতারা কর্মহীন হয়ে অর্থ সংকটে ভুগবে এবং সরকার বড় অংকের রাজস্ব হারাবে এই ধরনের মিথ্যা তথ্য প্রচার করা হচ্ছে। কিন্তু বাংলাদেশের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যক্রম যেমন- পদ্মা সেতু নির্মান, মেট্রোরেল নির্মানের প্রেক্ষিতে অনেক মানুষ সাময়িক ক্ষতিগ্রস্থ হলেও তারা তাদের পেশা পরিবর্তন করে নিজেদের জীবিকা নির্বাহ করতে সক্ষম হয়েছে।

বাংলাদেশের পেক্ষাপটে আয়ের দিক থেকে সবথেকে নিম্ন শ্রেণীর মধ্যে পড়ে রিক্সাচালকরা। এছাড়া ঢাকা মহানগরে চলাচল করা সকল রিক্সা ও এর চালকদের জন্য নির্দিষ্ট অর্থ প্রদানের ভিত্তিতে নিবন্ধন বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এমনকি সকল নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য বিক্রয় করার জন্যও লাইসেন্স থাকা বাধ্যতামূলক। আইন অম্যান্য করলে অর্থদন্ড এবং নিবন্ধন বাতিলের বিধান রাখা হয়েছে। তাহলে স্বাস্থ্যহানিকর তামাকজাত পণ্য ক্রয় বিক্রয়ে লাইসেন্সিং ব্যবস্থা বাধ্যতামূলক করায় বাধা কোথায়?

মূলত, কোম্পানিগুলো নিজেদের ব্যবসা ক্ষতিগ্রস্থ হওয়া থেকে বাঁচার জন্যই এমন মিথ্যা ও মনগড়া তথ্য প্রচার করছে। তামাকজাত দ্রব্য বিক্রয়ে লাইসেন্সিং ব্যবস্থা ইউরোপ, আমেরিকা এমনকি পাশ্ববর্তী দেশ ভারতের অনেক রাজ্য এবং নেপালে অনেক পূর্বে চালু হয়েছে। বর্তমানে ফিনল্যান্ড, হাঙ্গেরি, ফ্রান্স, ইতালি, স্পেন, অস্ট্রেলিয়া, যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যে লাইসেন্সিং ব্যবস্থা কার্যকর রয়েছে এবং এর কার্যকারিতার প্রভাব ইতোমধ্যে এ সকল দেশে দেখা যাচ্ছে।

ভ্রাম্যমান বিক্রয়ের জন্য তামাকজাত দ্রব্য ছাড়াও সবজি, মাছসহ আরো অনেক স্বাস্থ্যকর পণ্য বিক্রয় করে জীবিকা নির্বাহ করা সম্ভব। তামাকজাত দ্রব্য বিক্রেতার জন্য লাইসেন্স বাধ্যতামূলক করা হলে সরকারের রাজস্ব আয়ও বৃদ্ধি পাবে এবং সার্বিক মনিটরিং ব্যবস্থার স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে। সর্বোপরি তামাক কোম্পানিতে সরকারের বিদ্যমান শেয়ার প্রত্যাহার করা সম্ভব হলে তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম আরো গতিশীল হবে।

তামাক কোম্পানির সামাজিক দায়বদ্ধতা কার্যক্রম নিষিদ্ধ জরুরি

তরুনদের কর্মসংস্থান, দারিদ্রতা দূরীকরণ, বৃক্ষরোপনসহ বিভিন্ন সামাজিক দায়বদ্ধতা কার্যক্রমের আড়ালে তামাক কোম্পানিগুলো নিজস্ব রং, লোগো ব্যবহার করে দেশব্যাপী তাদের পণ্যের প্রচারণা চালাচ্ছে। এমনকি ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণের দোহাই দিয়ে বিভিন্ন দোকান ও লোকসমাগমের স্থানে চকলেট, পানি ও বিভিন্ন ব্র্যান্ডের সিগারেটের মূল্য সম্বলিত স্টিকার লাগিয়ে রাখে। এসব কার্যক্রমের মাধ্যমে তারা নীতি প্রণেতাদের সঙ্গে নিবিড় যোগাযোগ স্থাপন এবং নিজেদের সম্পর্কে ইতিবাচক মনোভাব প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করছে। যা সার্বিক তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমে বড় অন্তরায়।

সামাজিক দায়বদ্ধতার অজুহাতে তামাকের মতো ক্ষতিকর পণ্য কিভাবে মানুষকে অসুস্থ্যতা ও মৃত্যুমুখে ঠেলে দিচ্ছে সে বিষয়টি কৌশলে গোপন রেখে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক, পরিবেশবিদ, চিকিৎসকসহ নানা সংস্থার প্রতিনিধিদের তামাকের স্বপক্ষে যুক্ত করছে। আর্ন্তজাতিক চুক্তি ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন টোব্যাকো কন্ট্রোল (এফসিটিসি) অনুসারে তামাক কোম্পানির সহযোগীদেরকেও তামাক কোম্পানি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

সিএসআর কার্যক্রমে ব্যয়কৃত অর্থের পরিমানের তুলনায় তামাক কোম্পানিগুলোর গণমাধ্যমে প্রচারনার মাধ্যমে ইতিবাচক ভাবমূর্তি গড়ে তোলার প্রচেষ্টা বহুগুণ বেশী। অথচ, তামাক কোম্পানিগুলোর তুলনায় অনেক বেশী টাকা সিএসআর কার্যক্রমে ব্যয় করে সরকারি-বেসরকারি ও রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাংকগুলো। বাংলাদেশ ব্যাংকের সাসটেনেবল ফাইনান্স বিভাগের সিএসআর ব্যয় সংক্রান্ত প্রতিবেদনে দেখা যায়, ২০২১ সালেই বাংলাদেশের রাষ্ট্রায়ত্ব ও বেসরকারি ব্যাংকগুলো এ খাতে ব্যয় করেছে ৭৫৯ কোটি টাকার

অধিক। এই অর্থের ৯৬.২১ শতাংশই আসে দেশের বেসরকারি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর কাছ থেকে। এর বিপরীতে ২০২১ সালের তথ্যানুসারে ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো বাংলাদেশ কোম্পানি সিএসআর কার্যক্রমে ব্যয় করেছে মাত্র ১২ কোটি ৫৯ লক্ষ ১৩ হাজার টাকা। কিন্তু গণমাধ্যমগুলোতে তামাক কোম্পানির তথ্যই অধিক প্রচারিত হয়েছে। তামাক কোম্পানির মূল উদ্দেশ্য পণ্য বিক্রয় ও প্রচারণা বৃদ্ধি করা। এছাড়া, ব্যাটল অফ মাইন্ডসহ বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে তরুণদেরকে উদ্দ্যোক্তা হিসাবে গড়ে তোলা এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ প্রদানের আড়ালে তামাক কোম্পানি তাদের পণ্যের প্রচারণা চালায়। সর্বোপরি তামাক কোম্পানিতে সরকারের বিদ্যমান শেয়ার সরকারের নীতি নির্ধারনী পর্যায়ে তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমকে বাধাগ্রস্থ করছে।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার রিপোর্ট অন গ্লোবাল টোব্যাকো ইপিডেমিক ২০২১ অনুযায়ী নেপাল, ইরান, উরুগুয়ে, নাইজেরিয়া, স্পেন, রাশিয়াসহ বিশ্বের ৬২টি দেশ তামাক কোম্পানির সিএসআর কার্যক্রম সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করেছে। তামাক কোম্পানিগুলোর এসকল লোক দেখানো সামাজিক কার্যক্রম সম্পূর্ন নিষিদ্ধ করে উল্লেখিত পরিমান অর্থ রাষ্ট্রিয় কোষাগারে জমা দেওয়ার বিধান রাখা জরুরি। উক্ত অর্থ সরকার তার প্রয়োজন মোতাবেক খাতে ব্যবহার করতে পারবে।

রাজস্ব আয় নিয়ে তামাক কোম্পানির মিথ্যাচার বন্ধে পদক্ষেপ জরুরি

বাংলাদেশের মতো স্বল্প আয়ের দেশের অর্থনীতি শক্তিশালীকরণের মূল হাতিয়ার কর ও রাজস্ব আয় অথচ বিশাল অংকের কর প্রদানের মিথ্যা তথ্য দিয়ে সরকার ও সাধারন জনগনকে ধোকা দিচ্ছে তামাক কোম্পানিগুলো। এই দূর্বলতার সুযোগ নিয়েই তামাকের মতো একটি স্বাস্থ্যহানিকর দ্রব্য বাজারজাত করে তারা বিশাল অংকের মুনাফা অর্জন করছে। তামাক কোম্পানির নানান মিথ্যাচার ও ছলচাতুরীর কারণে তামাকজাত পণ্যের মূল্য সেভাবে বৃদ্ধি পায়না এবং কোম্পানিগুলো নানা উপায়ে কর ফাঁকি দেয়। এছাড়া, তামাক কোম্পানিতে সরকারের বিদ্যমান শেয়ার তামাক নিয়ন্ত্রণে বড় অন্তরায়।

২০২০ সালে তামাক খাত থেকে মোট রাজস্ব আয় হয়েছে ২২ হাজার ৬৩০ কোটি টাকা। অথচ, এই বিশাল অংকের সিংহভাগ ২১ হাজার ৩০৩ কোটি টাকা (৯৪%) আসে নাগরিক/ ভোক্তার ভ্যাট থেকে। অথচ, সিগারেট কোম্পানি তাদের লভ্যাংশ থেকে আয়কর প্রদান করে মাত্র ৮১৬ কোটি টাকা। কিন্তু সিগারেট কোম্পানিগুলো নিজেদেরকে সর্বাধিক করদাতা হিসাবে প্রচারণা চালাচ্ছে। এছাড়া, মোড়কে উল্লিখিত মূল্যের থেকে অধিক মূল্যে তামাকজাত পণ্য বিক্রি হয়। কিন্তু এই অতিরিক্ত মূল্যের উপর কোনো প্রকার কর ধার্য না হওয়ায় কারণে প্রতিবছর প্রায় ৫০০০ কোটি টাকা রাজস্ব হারাচ্ছে সরকার। এই রাজস্ব ক্ষতির মাত্র ১০% অর্থ দিয়ে সকল হৃদরোগের চিকিৎসা বিনামূল্যে প্রদান করা সম্ভব বলে জানিয়েছেন দেশের জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা।

"তামাক একটি অর্থকরী ফসল এবং তামাক চাষ লাভজনক" এমন প্রচার প্রচানার মাধ্যমে কৃষকদেরকে তামাক চাষে উদ্বুদ্ধ করা হয়। কিন্তু বাস্তবিক চিত্র সম্পূর্ণ ভিন্ন। বান্দরবনে ৯০ ভাগ কৃষি জমিতে তামাক চাষ হয়। অথচ এই জেলা এখনও বাংলাদেশের সবথেকে দরিদ্র জেলার তালিকায় শীর্ষ দুইয়ে অবস্থান করছে। স্বাধীনতার পূর্ব থেকেই তামাক চাষ হলেও দেশের দারিদ্রতম ১০ টি জেলার মধ্যে রংপুর অন্যতম।

একজন তামাকসেবী সিগারেটের পিছনে গড়ে ১০৭৭ টাকা এবং বিড়ির পিছনে ৩৪১ টাকা ব্যয় করে। অথচ দেশে প্রতিদিন ফল গ্রহণ করে মাত্র ০.৪ শতাংশ জনগোষ্ঠী এবং প্রয়োজনীয় সবজি গ্রহণ করে ২.৩ শতাংশ জনগোষ্ঠী। প্রতিবছর পর্যাপ্ত পরিমাণ সবজি ও ফল গ্রহণ করানো সম্ভব হলে ২.৭ মিলিয়ন মানুষের জীবন রক্ষা করা সম্ভব হবে। তাই তামাকজাত দ্রব্যের কর ও মূল্য বাড়িয়ে এবং যথাযথ আইন প্রয়োগের মাধ্যমে এর ব্যবহার নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি মানুষকে স্বাস্থ্যকর খাদ্য গ্রহণে উৎসাহী করতে হবে।

প্যাকেটে উল্লেখিত দামের চেয়ে বাড়তি দামে সিগারেট বিক্রি করা যাবে না – এনবিআর চেয়ারম্যান

সমন্বর প্রতিবেদক: সিগারেটের প্যাকেটে উল্লেখিত দামের চেয়ে এক টাকাও বাড়তি দামে সিগারেট বিক্রি করা যাবে না বলে সাফ জানিয়েছেন জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের চেয়ারম্যান আবু হেনা মো: রহমাতুল মুনীম। গত ১২

ফেব্রুয়ারি ২০২৩, অর্থনৈতিক রিপোটার্স ফোরাম-ইআরএফ এর সাথে প্রাক বাজেট আলোচনায় এসব কথা জানান তিনি। সিগারেট কোম্পানিগুলো প্রতিদিন ২০ কোটি টাকা জনগণের কাছ থেকে বেশি নিচ্ছে এ সংক্রান্ত একাত্তর টেলিভিশন প্রচারিত প্রতিবেদনের আলোকে সাংবাদিক সুশান্ত সিনহা প্রশ্ন করলে এসব কথা বলেন এনবিআর চেয়ারম্যান।

সিগারেটের প্যাকেটে উল্লেখিত দামের চেয়ে একটাও বাড়তি দামে বিক্রি করা যাবে না বলে সাফ জানিয়েছেন জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের চেয়ারম্যান আবু হেনা মো: রহমাতুল মুনীম। কারণ সিগারেট কোম্পানির লাভ ও বিক্রেতার কমিশন হিসাব করেই এনবিআর খুচরা মুল্য নির্ধারণ করে দেয়।

তাই প্যাকেটের উল্লেখ করা দামের চেয়ে বেশি দাম বিক্রি বন্ধের কথা জানান এনবিআর চেয়ারম্যান। সিগারেট কোম্পানিগুলো প্রতিদিন ২০ কোটি টাকা জনগণের কাছ থেকে বেশি নিচ্ছে এ সংক্রান্ত একাত্তর টেলিভিশন প্রচারিত প্রতিবেদনের আলোকে সাংবাদিক সুশান্ত সিনহা প্রশ্ন করলে এসব কথা বলেন এনবিআর চেয়ারম্যান। তিনি বলেন, ভোক্তাদেরও উচিৎ বাড়তি দামে সিগারেট না কেনা এবং সচেতন হওয়া। এ বিষয়ে বাজার তদারকিতে ভোক্তা সংরক্ষণ অধিদপ্তরসহ সংশ্লিষ্ট দপ্তরকে চিঠি দেয়া হবে বলে জানান এনবিআর চেয়ারম্যান।

তামাক নিয়ন্ত্রণে রেলপথ মন্ত্রণালয়ের সহায়তা অব্যাহত থাকবে

সমন্বর প্রতিবেদক: তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নে বাংলাদেশ রেলপথ মন্ত্রণালয় অত্যন্ত প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করছে। রেলপথ মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে রেলপথ আইন, ১৮৯০ সংশোধনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

উক্ত আইনটিকে আরো শক্তিশালী ও জনবান্ধব করার জন্য তামাক নিয়ন্ত্রণের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করার অনুরোধ জানিয়ে গত ৩১ জানুয়ারি ২০২৩,

বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোট এর পক্ষ থেকে একটি প্রতিনিধিদল রেলপথ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব মো. নূরুল ইসলাম সুজন (এমপি) এর সাথে তার কার্যালয়ে সরাসরি সাক্ষাৎ করেন।

সাক্ষাতকালে বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোট এর প্রতিনিধিদলের পক্ষ থেকে বলা হয় তামাকমুক্ত বাংলাদেশ গড়ে তোলার অংশ হিসেবে সম্প্রতি সড়ক পরিবহন বিধিমালায় তামাক নিয়ন্ত্রণকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। সম্প্রতি উদ্বোধন হওয়া মেট্রোরেলও জনস্বাস্থ্যকে প্রাধান্য দিয়ে ধূমপানমুক্ত রাখা হয়েছে। অনুরূপভাবে প্রস্তাবিত Railways (Amendment) Act, ২০২১ এর খসড়ায় রেলকে সম্পূর্ণ ধূমপানমুক্ত পরিবহন ঘোষণা এবং রেলের বগি ও প্লাটফর্মসহ সকল স্থাপনায় ধূমপানমুক্ত সাইন স্থাপনের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করার সুপারিশ করা হয়। এছাড়াও প্রতিনিধিদলের পক্ষ থেকে রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা শক্তিশালী করার জন্য রেলওয়ের যাত্রীদের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় তামাক নিয়ন্ত্রণসহ স্বাস্থ্য বিষয়ক অন্যান্য প্রচারণার জন্য পৃথক বাজেট বরাদ্দের অনুরোধ জানানো হয়। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেন, তামাক নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে জনস্বাস্থ্য উন্নয়নে বাংলাদেশ রেলওয়ে ধারাবাহিক উদ্যোগ অব্যাহত রয়েছে। ইতিমধ্যেই তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নে উদ্যোগ এবং এর অগ্রগতি বিষয়ে ১০টি ষ্টেশনের বেসলাইন জরিপ সম্পন্ন হয়েছে। জনস্বাস্থ্য উন্নয়ন ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রত্যয় বাস্তবায়নে তামাকমুক্ত বাংলাদেশ গড়ে তোলার জন্য বাংলাদেশ রেলওয়ের সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে।

সাক্ষাতকালে বাংলাদেশ রেলওয়ের পক্ষ থেকে আরো উপস্থিত ছিলেন রেলপথ মন্ত্রণালয়ের উপসচিব (প্রশাসন-৪) মীর আলমগীর হোসেন এবং রেল মন্ত্রণালয়ের তামাক নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পের প্রোগ্রাম অফিসার (কনসালটেন্ট) সাজিয়া বিনতে সালেহসহ উর্ধ্বতন কর্মকর্তগণ। বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোটের প্রতিনিধিদলে উপস্থিত ছিলেন ব্যুরো অফ ইকোনমিক রিসার্চ এর ফোকাল পার্সন অধ্যাপক ড. রোমানা হক, প্রত্যাশা মাদক বিরোধী সংগঠনের সেক্রেটারী জেনারেল হেলাল আহমেদ, দ্যা ইউনিয়নের কারিগরি পরামর্শক সৈয়দ মাহবুবুল আলম, ডাস্ এর উপদেষ্টা আমিনুল ইসলাম বকুল, এইড ফাউন্ডেশানের তামাক নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পের পরিচালক শাগুফতা সুলতানা, ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির সহযোগী অধ্যাপক মো. বজলুর রহমান ডাব্লিউবিবি ট্রাস্টের হেড অফ প্রোগ্রাম (টিসি, এনসিডি) সৈয়দা অনন্যা রহমান, প্রকল্প কর্মকর্তা সামিউল হাসান এবং আরিফ হোসেন। সাক্ষাতের পরবর্তী সময়ে রেলপথ মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব জালাল উদ্দিন আহম্মেদ এর সাথে সংক্ষিপ্ত একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়।

ট্রেন ও রেলস্টেশন এলাকায় তামাক পণ্য বিক্রি নিষিদ্ধ ঘোষণা

সমন্বয় প্রতিবেদক: পাবলিক পরিবহন ট্রেন ও পাবলিক প্লেস রেলস্টেশন এলাকায় তামাক পণ্য বিক্রি নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। বাংলাদেশ রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার (পশ্চিম) অসীম কুমার তালুকদার এ আদেশ জারি করেন। ট্রেন ও স্টেশনে ধূমপানমুক্ত পরিবেশ বজায় রাখার লক্ষ্যে ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০৫; রেলওয়ে আইন ১৮৯০ অনুযায়ী এ আদেশ জারি করা হয়েছে।

আদেশে বলা হয়, বাংলাদেশ রেলওয়ের অফিস, স্টেশন, প্লাটফর্ম, ট্রেন ও রেলের সব স্থাপনা তামাক বা ধূপানমুক্ত এলাকা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে এ আদেশ জারি করা হয়েছে। আদেশে এ সংক্রান্ত চারটি নির্দেশনা দেয়া হয়। যার মধ্যে রয়েছে স্টেশন এলাকায় অবস্থিত সব ভেন্ডিং শপগুলোয় সব ধরনের তামাকজাত দ্রব্য বিশেষ করে বিড়ি, সিগারেট, পান, চুইংগাম বিক্রি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ; ভেন্ডারদের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে বিড়ি, সিগারেট, পান, চুইংগামের পরিবর্তে অন্যান্য দ্রব্যাদি যেমন বিস্কুট, পাউরুটি, কোমলপানীয় প্রভৃতি বিক্রয়ের অনুমতি দেয়া যাবে; স্টেশনে ইজারা দেয়া দোকান থেকে বিড়ি, সিগারেট, চুইংগাম ও পান বিক্রি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করার বিষয়টি ইজারার শর্তের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করে সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে চুক্তি করতে হবে; স্টেশন এলাকা ও ট্রেনে ধূমপানমুক্ত পরিবেশ বজায় রাখার স্বার্থে স্টেশনে অবস্থিত কোনো ভেন্ডিং সপে যদি তামাকজাত দ্রব্য বিশেষ করে বিড়ি, সিগারেট, পান, চুইংগাম পাওয়া যায়, তাহলে ওই ভেন্ডিং শপের লাইসেন্স বাতিল করা হবে। এ আদেশ কার্যকর করতে সংশ্লিষ্ট সবাইকে নির্দেশ দেয়া হয়। স্টেশনে আদেশ কার্যকর করতে ব্যর্থ হলে সংশ্লিষ্ট এসএমআর, এসএস ও স্টেশন মাস্টারের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হবে বলে আদেশে উল্লেখ করা হয়েছে।

সৌজন্যে: শেয়ারবিজ.নেট

তামাকমুক্ত রেল পরিষেবা গড়ে তুলতে সন্মাননা পদক প্রদান

সমন্বয় প্রতিবেদক: গত ৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৩, রেল ভবনে অনুষ্ঠিত হয় "ধূমপান ও তামাকমুক্ত রেল পরিষেবা গড়ে তুলতে সন্মাননা পদক ২০২২ প্রদান অনুষ্ঠান"। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রেলপথ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব মো. নুরুল আমিন সুজন, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ রেলওয়ের মহাপরিচালক জনাব মো. কামরুল হাসান।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন রেলপথ মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব ড. মো. হুমায়ুন কবীর। উক্ত অনুষ্ঠানে রেল কর্মকর্তাদের পাশাপাশি বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোট এবং তামাক নিয়ন্ত্রণে কার্যরত অন্যান্য সংস্থার প্রতিনিধিগণ অংশগ্রহণ করেন।

মাননীয় মন্ত্রী বলেন, যাত্রী সাধারণের সুরক্ষায় বাংলাদেশ রেলওয়ে অঙ্গীকারাবদ্ধ। আগামীতে তামাক নিয়ন্ত্রণে 'মডেল মন্ত্রণালয়' হবে এই মন্ত্রণালয়। এজন্য রেল সেবায় ধূমপান ও তামাক পরিহারের বিষয়টি জোরদার করতে হবে। মন্ত্রণালয়ের অধীনে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নে যে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে সেটা আরো বিস্তৃত করতে হবে এ কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, প্রত্যেক রেল ও স্টেশনে ধূমপান ও তামাক মাদক বিরোধী কার্যক্রম জোরদার করতে হবে। তিনি আরো বলেন, তামাক নিয়ন্ত্রণে প্রধানমন্ত্রী'র তামাকমুক্ত বাংলাদেশ ঘোষণা বাস্তবায়নে পরিবহন সেক্টরের অন্যান্য প্রতিষ্ঠানসহ সকল মন্ত্রণালয়, দপ্তর, বিভাগের একযোগে কাজ করা প্রয়োজন।

সভাপতির বক্তব্যে রেল সচিব বলেন, পাবলিক পরিবহনগুলোতে পরোক্ষ ধূমপানের কারণে বিপুল সংখ্যক মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। শুধুমাত্র বাংলাদেশ রেলওয়েতে বছরে ৯ কোটি মানুষ যাতায়াত করে। এই বিপুল পরিমাণ যাত্রীসাধারণের সুরক্ষায় রেল সেবায় তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনের কার্যকর বাস্তবায়ন অপরিহার্য। এবছর যারা উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্য পুরস্কৃত হয়েছেন তাদের কর্মস্পৃহা আরো বাড়বে বলে আশাবাদী। আগামীতে পুরস্কার ও পুরস্কৃতদের সংখ্যা আরো বৃদ্ধি করা হবে জানান তিনি।

“সড়ক পরিবহন বিধিমালা ২০২২” এ তামাক নিয়ন্ত্রণের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করায় জোটের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ

সমন্বর প্রতিবেদক: গত ২৯ জানুয়ারি ২০২৩, তামাক বিরোধী জোটের একটি প্রতিনিধিদল বাংলাদেশ সড়ক পরিবহণ কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান জনাব নূর মোহাম্মদ মজুমদার এবং পরিচালক (রোড সেফটি) জনাব শেখ মোহাম্মদ

মাহবুব-ই-রব্বানী এর সাথে বিআরটিএ কার্যালয়ে সরাসরি সাক্ষাৎ করেন। সাক্ষাতকালে “বাংলাদেশ সড়ক পরিবহণ বিধিমালা- ২০২২” এর তফসিল ২(গ) এ গণপরিবহনের চালকদের দায়িত্ব ও কর্তব্য অংশে ধূমপান থেকে বিরত থাকার বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করায় জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানানো হয়।

জোটের পক্ষ থেকে আলোচনাকালে উল্লেখ করা হয়, ইতোমধ্যেই বিআরটিএ আইন অনুসারে পাবলিক পরিবহন ধূমপানমুক্তকরণে নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। সম্প্রতি “সড়ক পরিবহন বিধিমালা ২০২২” এ তামাক নিয়ন্ত্রণের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করায় বিআরটিএ এর তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নে মোবাইল কোর্ট পরিচালনায় আর কোনো জটিলতা থাকলো না। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রত্যয় বাস্তবায়নে ২০৪০ সালের পূর্বেই বাংলাদেশকে তামাকমুক্ত করার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে এই আইন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। জোটের পক্ষ থেকে দ্রুত সড়ক পরিবহন আইন, ২০১৮ এবং সড়ক পরিবহন বিধিমালা ২০২২ অনুসারে পরিবহনে নো-স্মোকিং সাইন স্থাপন এবং ধূমপানের ফলে আইন লংঘনের প্রেক্ষিতে পুলিশের জরিমানা আদায়ের বিষয়টি নিশ্চিতকরণে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের অনুরোধ জানানো হয়।

প্রতিনিধিদলে উপস্থিত ছিলেন প্রত্যাশা মাদক বিরোধী সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক হেলাল আহমেদ, ডাব্লিউবিবি ট্রাস্টের হেড অব প্রোগ্রাম (টিসি, এনসিডি) সৈয়দা অনন্যা রহমান, টিসিআরসির প্রকল্প ব্যবস্থাপক ফারহানা জামান, ডাস্ এর সিনিয়র প্রোগ্রাম অফিসার মোয়াজ্জেম হোসেন এবং ডাব্লিউবিবি ট্রাস্টের প্রকল্প কর্মকর্তা সামিউল হাসান।

তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন শক্তিশালীকরণে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রীর সমর্থন

সমন্বর প্রতিবেদক: তামাক নিয়ন্ত্রণে আইন শক্তিশালীকরণ ও তামাক চাষের জমিতে তুলা চাষ বৃদ্ধির সমর্থনে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী বীরপ্রতীক গোলাম দস্তগীর গাজী, এমপি মহোদয়ের সাথে গত ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৩, বাংলাদেশ সচিবালয়ে টোব্যাকো কন্ট্রোল এন্ড রিসার্চ সেল (টিসিআরসি)

ও বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোটের একটি প্রতিনিধিদল সাক্ষাৎ করেন। সাক্ষাতকালে তামাক চাষের বিকল্প হিসেবে তুলা চাষের বিষয়ে আলোচনা করা হয়।

তামাক জনস্বাস্থ্য, সামাজিক অবক্ষয়, অর্থনীতি ও পরিবেশের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর। ২০১৮ সালে বাংলাদেশ ক্যান্সার সোসাইটির এক গবেষণায় দেখা যায়, ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে তামাক থেকে সরকারের রাজস্ব আয় ছিল প্রায় ২২ হাজার কোটি টাকা, যেখানে একই অর্থ বছরে তামাকজনিত রোগের চিকিৎসা ব্যয় ছিল ৩০ হাজার ৫৭০ কোটি টাকা। প্রতিবছর দেশের প্রায় ৯৯ হাজার ৬০০ একর জমিতে তামাক চাষ হয়। অথচ নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য ‘বস্ত্র’ থেকে সরকারের রপ্তানি আয় ৩১.৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার হলেও দেশের মাত্র ৮ হাজার ৪৩০ একর জমিতে তুলা চাষ হয়। যা থেকে ১ লক্ষ ৩৭ হাজার ৯৯০ বেল তুলা উৎপাদন হয়, যা মোট চাহিদার মাত্র ২%। বাংলাদেশে প্রতি বছর প্রায় ৮৫ লক্ষ বেল তুলার প্রয়োজন যেখানে প্রায় ৮০ লক্ষ বেল তুলা আমদানি করতে হয়, যার আমদানি মূল্য ৩৫ হাজার কোটি টাকার বেশি। তামাক চাষের জমিতে তুলা চাষ করা গেলে বর্তমান উৎপাদন থেকে প্রায় সাড়ে তেরো (১৩) গুণ বা মোট চাহিদার প্রায় ১৫% তুলা বেশি উৎপাদন করা সম্ভব। যা প্রায় ছয় হাজার কোটি টাকা আমদানি ব্যয় কমাতে সহায়তা করবে। তামাক চাষের জমিতে তুলা চাষ করা গেলে তা দেশ ও সরকারের জন্য লাভজনক এবং জনস্বাস্থ্য রক্ষায় বিশেষ ভূমিকা পালন করবে।

এসময় মাননীয় মন্ত্রী বলেন, তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন সংশোধনের যে প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে এ বিষয়ে আমার ও আমার মন্ত্রণালয়ের পূর্ণ সমর্থন রয়েছে। একইসাথে, তামাক চাষের জমিতে তুলা চাষের উদ্যোগের বিষয়েও কথা বলেন তিনি। তিনি বলেন, এতে তুলা উৎপাদন বৃদ্ধিতে এবং দেশে তুলার ঘাটতি পূরণে ভূমিকা রাখবে। কৃষি মন্ত্রণালয় ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সাথে এ বিষয়ে কাজ করার আশ্বাস ব্যক্ত করেন ।

এসময় উপস্থিত ছিলেন টোব্যাকো কন্ট্রোল এন্ড রিসার্চ সেল (টিসিআরসি), ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির প্রকল্প পরিচালক ও সহযোগী অধ্যাপক মো. বজলুর রহমান, প্রোজেক্ট ম্যানেজার ফারহানা জামান লিজা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যুরো অব ইকোনমিক রিসার্চ এর প্রোজেক্ট ম্যানেজার হামিদুল ইসলাম হিল্লোল, টিসিআরসি'র প্রকল্প কর্মকর্তা মা. জুলহাস আহমেদ, বিভূতী ভূষণ মাহাতো, ওয়ার্ক ফর এ বেটার বাংলাদেশ (ডব্লিউবিবি) ট্রাস্টের প্রকল্প কর্মকর্তা মো.সামিউল হাসান সজীব।

নির্বাচনী প্রতীক হিসেবে ‘হুক্কা’ কে বাদ এবং ভোটকেন্দ্র ধূমপানমুক্ত করার অনুরোধ

সমন্বর প্রতিবেদক: নির্বাচনী প্রতীক হিসেবে ‘হুক্কা’ কে বাদ দেওয়াসহ জনস্বাস্থ্য বিবেচনায় নির্বাচনের সময় ভোটকেন্দ্র ধূমপানমুক্ত করতে নির্বাচন কমিশন

বরাবর অনুরোধ জানিয়েছে বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোট। গত ১৪ মার্চ ২০২৩ আগারগাঁও নির্বাচন কমিশনারের কার্যালয়ে নির্বাচন কমিশন সচিব মো. জাহাংগীর আলম সাক্ষাৎ করে বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোটের একটি

প্রতিনিধিদল। এ নিয়ে নির্বাচন কমিশন সচিব মো. জাহাংগীর আলম সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা করে 'হুক্কা' প্রতীক বাদ দেওয়াসহ প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার ব্যাপারে আশ্বাস দিয়েছেন।

জোটের পক্ষ থেকে বলা হয়, সরকার জনস্বাস্থ্য রক্ষায় নানা ধরনের ইতিবাচক উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। বর্তমান তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহারের কারণে দেশে বছরে এক লাখ একষট্রি হাজার মানুষ অকালে প্রাণ হারাচ্ছে, যা অত্যন্ত উদ্বেগজনক। অকাল এবং প্রতিরোধযোগ্য মৃত্যুর অন্যতম প্রধান কারণ তামাকজাত দ্রব্যের ব্যবহার। ইতোমধ্যেই প্রধানমন্ত্রী ২০৪০ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে তামাকমুক্ত করার দৃঢ় অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছেন। তামাক নিয়ন্ত্রণে স্বাস্থ্য, স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন সমবায় মন্ত্রণালয়, রেলপথ মন্ত্রণালয়, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়সহ অন্যান্য মন্ত্রণালয় দৃষ্টান্তমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

তামাক বিরোধী জোটের প্রতিনিধি দলের পক্ষ থেকে বলা হয়, সরকার নানা ধরণের ইতিবাচক উদ্যোগ গ্রহণ করলেও নির্বাচন কমিশনের ওয়েবসাইটে প্রদত্ত গেজেটে বাংলাদেশে বিভিন্ন নির্বাচনের প্রতীক হিসেবে এখনও 'হুক্কা' প্রতীক বিদ্যমান। নির্বাচনে প্রতিনিধিত্ব করা ব্যক্তিবর্গ সাধারণত তাদের প্রতীক প্রদর্শনের মাধ্যমেই জনগণের কাছে ভোট প্রত্যাশা করে থাকে। নির্বাচনে হুক্কা প্রতীক থাকা কোনোভাবেই জনস্বাস্থ্য উন্নয়নে সহায়ক নয় বিধায় উক্ত প্রতীকটি বাতিল করা জরুরি।

এছাড়াও প্রতিনিধি দলের পক্ষ থেকে নির্বাচনী প্রচারণায় তামাকজাত দ্রব্যের ব্যবহার সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা, নির্বাচনকালে সকল বুথ, নির্বাচন সংশ্লিষ্ট এলাকা ধূমপানমুক্ত ঘোষণা করা এবং নির্বাচন কমিশনের আওতাধীন সব প্রতিষ্ঠানে আইন অনুসারে ধূমপানমুক্ত সাইন স্থাপন নিশ্চিত করা বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণের অনুরোধ জানানো হয়। পরবর্তীতে প্রতিনিধিদলের পক্ষ থেকে জনাব মো.মনিরুজ্জামান তালুকদার, যুগ্মসচিব (প্রশাসন ও অর্থ) এর সাথে সরাসরি সাক্ষাৎ ও মতবিনিময় করা হয়।

সাক্ষাতকালে উপস্থিত ছিলেন ডাব্লিউবিবি ট্রাস্টের পরিচালক গাউস পিয়ারী, হেড অব প্রোগ্রাম সৈয়দা অনন্যা রহমান, ডাস্ এর টিম লিডার আমিনুল ইসলাম বকুল, টিসিআরসির প্রজেক্ট ম্যানেজার ফারহানা জামান লিজা এবং ডাব্লিউবিবি ট্রাস্টের প্রকল্প কর্মকর্তা মো. আরিফ হোসেন।

জনস্বাস্থ্য রক্ষায় ই-সিগারেট নিষিদ্ধের উদ্যোগ জরুরি

সমস্বর প্রতিবেদক: ই-সিগারেট আগামী প্রজন্মকে ধূমপানে আকৃষ্ট করতে তামাক কোম্পানির নতুন এক কৌশল। স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের মতে ই-সিগারেট

বা ভেপিং আরো বেশি ক্ষতিকর। সরকার ই-সিগারেট নিষিদ্ধের লক্ষ্যে উদ্যোগ গ্রহণ করেছে, যা প্রশংসনীয়। ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি উন্নত দেশে রূপান্তরিত করতে সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করতে হবে, আর সেই লক্ষ্যে তামাকের মতো ক্ষতিকর দ্রব্য হতে জনগণকে বিরত রাখা জরুরি। গত ৩০ জানুয়ারি ২০২৩ ডাব্লিউবিবি ট্রাস্টের কৈবর্ত সভাকক্ষে "Importance of Banning E-Cigarettes in Bangladesh" শীর্ষক আলোচনা সভায় বক্তারা এই অভিমত ব্যক্ত করেন। টোব্যাকো কন্ট্রোল এন্ড রিসার্চ সেল (টিসিআরসি) ও বাংলাদশে তামাক বিরোধী জোট যৌথভাবে এই অনুষ্ঠানটি আয়োজন করে। বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোটের সমন্বয়কারী সাইফুদ্দিন আহমেদের সভাপতিত্বে এবং ব্যুরো অফ ইকোনমিক রিসার্চ এর কর্মসূচি ব্যবস্থাপক হামিদুল ইসলাম হিল্লোল এর সঞ্চালনায় উক্ত আলোচনা সভায় মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন, দ্যা ইউনিয়নের কারিগরি পরামর্শক (বাংলাদেশ) এডভোকেট সৈয়দ মাহবুবুল আলম। সভায় স্বাগত বক্তব্য উপস্থাপন করেন ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির সহযোগী অধ্যাপক মো. বজলুর রহমান। সম্মানিত অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন, বাংলাদেশ পুলিশের বিশেষ শাখা (এসবি) এর অতিরিক্ত উপ-মহাপরিদর্শক জনাব রখফার সুলতানা খানম, ভাইটাল স্ট্রাটিজিস এর হেড অফ প্রোগ্রামস (বাংলাদেশ) মো.শফিকুল ইসলাম, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য সেক্টরের পরিচালক জনাব ইকবাল মাসুদ ও প্রত্যাশা মাদক বিরোধী সংগঠনের সেক্রেটারি জেনারেল জনাব হেলাল আহমেদ। এছাড়াও সভায় জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে তামাক নিয়ন্ত্রণে কর্মরত বিভিন্ন সংস্থার প্রতিনিধি ও বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোটের প্রতিনিধিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

মূল প্রবন্ধ উপস্থাপনায় **সৈয়দ মাহবুবুল আলম** বলেন, তামাক কোম্পানিগুলো সিগারেটের বিকল্প হিসাবে ই-সিগারেটে আসক্ত করতে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলোতে বিভিন্ন মিথ্যাচার করছে। দীর্ঘমেয়াদী ভোক্তা তৈরি করার লক্ষ্যে তাদের মূল টার্গেট তরুণ প্রজন্ম। সম্প্রতি ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন-২০০৫ সংশোধনের খসড়ায় ই-সিগারেটের উৎপাদন ও বিপণন নিষিদ্ধের বিধান যুক্ত করা হয়েছে যা সত্যিই প্রশংসার দাবীদার। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রত্যয় বাস্তবায়নে ২০৪০ সালের পূর্বে বাংলাদেশকে তামাকমুক্ত করতে এখনই ই-সিগারেট, ভেপিংয়ের মতো পণ্য নিষিদ্ধ করতে হবে।

রখফার সুলতানা খানম বলেন, সকল ধরণের তামাক শরীরের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। তরুণদের তামাক ব্যবহার হতে দুরে রাখতে হবে। এ লক্ষ্যে জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেলের সাথে কাজ করা জরুরি।

ইকবাল মাসুদ বলেন, বর্তমানে বাজারে প্রচলিত বিভিন্ন সিগারেটের তুলনায় ই-সিগারেট কোনো দিক দিয়েই কম ক্ষতিকর নয়। ই-সিগারেট বন্ধে তিনি নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে কর্মরত ব্যক্তিদের সাথে সকলকে একযোগে কাজ করার আহবান জানান।

মো: শফিকুল ইসলাম বলেন, ই-সিগারেটের ব্যবহার খুব দ্রুত গতিতে বৃদ্ধি পাচ্ছে যা সত্যিই ভয়াবহ। তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনের পাশাপাশি অন্য কোন উপায়ে এই পণ্য নিষিদ্ধ করা যায় এই বিষয়ে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়কে সাথে নিয়ে কাজ করার আহবান জানান।

সাইফুদ্দিন আহমেদ বলেন, ই-সিগারেট তামাক কোম্পানির ব্যবসা প্রসারের একটি নতুন কৌশল। এতে নিকোটিনের পাশাপাশি স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর অন্যান্য লিকুইড ব্যবহার করা হয়। পরিশেষে তিনি স্বাস্থ্যহানিকর সকল পণ্য নিয়ন্ত্রণে সকলকে একযোগে কাজ করার আহবান জানান।

সুনির্দিষ্ট কর কাঠামো ও সিগারেটের মূল্যস্তর কমানোর দাবি

সমন্বর প্রতিবেদক: ২০৪০ সালের পূর্বে তামাকমুক্ত বাংলাদেশ গড়তে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা বাস্তবায়নে তামাকজাত দ্রব্যের উপর উচ্চহারে এবং র্কাযকর করারোপের মাধ্যমে ক্রয়মূল্য ভোক্তার ক্রয়ক্ষমতার উর্দ্ধে নিয়ে যাওয়া জরুরি। উক্ত বিষয়ে গুরুত্বারোপ করে গত ১৬ মার্চ ২০২৩, বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোট(বাটা) এবং ওয়ার্ক ফর এ বেটার বাংলাদেশ (ডাব্লিউবিবি) ট্রাস্ট এর উদ্যোগে "তামাক নিয়ন্ত্রণে প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা বাস্তবায়নের বর্তমান অবস্থা ও করণীয়" শীর্ষক একটি ভার্চুয়াল টকশো এর আয়োজন করা হয়।

ডাব্লিউবিবি ট্রাস্ট এর প্রকল্প কর্মকর্তা মিঠুন বৈদ্য এর সঞ্চালনায় উক্ত অনুষ্ঠানে সম্মানিত আলোচকবৃন্দ হিসেবে উপস্থিত ছিলেন তামাক নিয়ন্ত্রণ বিশেষজ্ঞ নাসির উদ্দিন শেখ, ঢাকা আহছানিয়া মিশন এর প্রকল্প সমন্বয়কার মো.শরিফুল ইসলাম এবং ব্যুরো অফ ইকোনোমিকস্ রিসার্চ (বিইআর), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর প্রজেক্ট ম্যানেজার হামিদুল ইসলাম হিল্লোল।

অনুষ্ঠানের শুরুতেই **নাসির উদ্দিন শেখ** বলেন, তামাকজাত দ্রব্যের মোড়কে 'সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য' উল্লেখিত না থাকায় বিক্রেতারা সরকার নির্ধারিত মূল্যের থেকে মূল্যস্তরভেদে ১০-৩৫ টাকা অধিক মূল্যে তামাকজাত দ্রব্য বিক্রয় করছে। এই অতিরিক্ত মূল্যের উপর কোনো প্রকার কর আদায় না হওয়ার কারণে, সরকার প্রতিদিন প্রায় ২০ কোটি টাকা রাজস্ব হারাচ্ছে। এক্ষেত্রে কোম্পানিগুলো বিএসটিআই এর পণ্য মোড়কজাতকরণ বিধিমালা, ২০২১-এর বিধি-৫-এর উপবিধি (৬) লঙ্ঘন করছে। এমনকি কোম্পানিগুলো মুসক আইন ও বিধিতে প্রভাব খাটিয়ে এসআরওতে 'সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য' এর পরিবর্তে শুধুমাত্র 'খুচরা মূল্য' লিখিয়ে নিয়েছে। কোম্পানিগুলো এভাবে নিয়ে যাচ্ছে কোটি কোটি টাকা। অতিরিক্ত মুনাফা পণ্যের প্রচারণা, সামাজিক কর্মকান্ড এবং তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনে হস্তক্ষেপের কাজে ব্যয় করছে। তিনি আসন্ন অর্থবছরে তামাকজাত দ্রব্যের মোড়কে 'সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য' যুক্ত করার দাবি জানান।

মো. শরিফুল ইসলাম বলেন, তামাকজাত পণ্যের ক্ষেত্রে ভিন্ন মূল্যস্তর ব্যবস্থা থাকার কারণে কর কাঠামোতে জটিলতার সৃষ্টি হয়। এর ফলে প্রতিবছর খুব সামান্য পরিমাণে কর বৃদ্ধি পেলেও ক্রয়মূল্য আদতে তা ভোক্তার নাগালের মধ্যেই থেকে যাচ্ছে এবং তামাক নিয়ন্ত্রণে কোনো সহায়ক ভূমিকা রাখছেনা। মূল্যস্তরের এই ভিন্নতার সুযোগ নিয়েই বিএটিবি এবং জেটিআই গত ৯ বছরে শুধুমাত্র নিম্নস্তরের সিগারেট দিয়েই পুরো বাজারের ৭২% শেয়ার দখল করেছে। এই মূল্যস্তরের সিগারেটের করভার কম হওয়ায় এই স্তর থেকে তামাক কোম্পানি বেশি মুনাফা পায় এবং সম্পূরক শুল্কের ভিন্নতার কারণে সরকার বিশাল অংকের রাজস্ব হারাচ্ছে। তামাক কোম্পানি কৌশলে অপ্রাপ্তবয়স্ক, তরুণ ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে সহজেই মাঝারি থেকে নিম্ন স্তরে নামিয়ে আনছে। এ কারণেই বিগত কয়েক বছরে নিম্ন স্তরের সিগারেট সেবনকারীর হার ব্যপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। আসন্ন অর্থবছরের বাজেটে মূল্যস্তর কমানোর পাশাপাশি সকল মূল্যস্তরের সিগারেটের উপর অভিন্ন সম্পূরক শুল্ক (৬৫%) আরোপ করা জরুরি।

হামিদুল ইসলাম হিল্লোল বলেন, তামাক কোম্পানির কর ফাঁকি রোধ করার জন্য কর আদায় ব্যবস্থা এবং মনিটরিং ব্যবস্থা আধুনিকায়ন করা জরুরি। পৃথিবীর অনেক দেশ এই পদ্ধতি অবলম্বন করে কর ফাঁকি রোধ করতে সক্ষম হয়েছে। তামাকজাত দ্রব্যের উপর প্রচলিত কর ব্যবস্থার ত্রুটিগুলো উল্লেখ করে তিনি বলেন পৃথিবীর ৬৯টি দেশ এডভ্যালোরেম কর পদ্ধতির সমস্যাগুলো বিবেচনায় নিয়ে সুনির্দিষ্ট কর পদ্ধতি চালু করেছে এবং এই সংখ্যা প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পাচ্ছে। তামাকজাত দ্রব্যের উপর প্রচলিত কর কাঠামোর দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে আদতে প্রতি বছর তামাকজাত পণ্যের মূল্য ভোক্তার কাছে আরো সস্তা হয়ে যাচ্ছে। এছাড়াও তিনি প্রচলিত কর পদ্ধতি ও সুনির্দিষ্ট কর পদ্ধতির মধ্যকার পার্থক্য এবং সুবিধা অসুবিধাগুলো বিশদভাবে আলোচনা করেন।

জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেলের উদ্যোগে প্রশিক্ষণ কর্মশালা

সমন্বর প্রতিবেদক: গত ২৩ মার্চ ২০২৩, জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেলের উদ্যোগে হেলথ ইকোনোমিক্স ইউনিটের সভাকক্ষে ধূমপান ও তামাকজাত

দ্রব্য ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমের আওতায় ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ আইন ২০০৫ (২০১৩ সালে সংশোধিত) বাস্তবায়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয় ।

স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজিং প্রবর্তনের প্রয়োজনীয়তা বিষয়ক সভা

সমন্বর প্রতিবেদক: তামাকজাত পণ্যের স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজিং প্রবর্তনের প্রয়োজনীয়তা বিষয়ের উপর গুরুত্বারোপ করে ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল

ইউনিভার্সিটি, টোব্যাকো কন্ট্রোল এন্ড রিসার্চ সেল (টিসিআরসি) এবং বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোট গত ২২ মার্চ ২০২৩, হোটেল লেকশোর, গুলশানে "তামাক নিয়ন্ত্রণে ভোক্তা অধিকার আইন" শীর্ষক একটি সভার আয়োজন করে। উক্ত সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেলের সমন্বয়কারী ও অতিরিক্ত সচিব জনাব হোসেন আলী খোন্দকার, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর এর পরিচালক জনাব মনজুর মোহাম্মদ শাহরিয়ার, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় এর লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের উপসচিব, রুমানা ইয়ানমিন ফেরদৌসী, আর্ন্তজাতিক সংস্থা দ্যা ইউনিয়নের কারিগরি পরামর্শক এডভোকেট সৈয়দ মাহবুবুল আলম, দ্যা ইউনিয়নের টেকনিক্যাল কনসালটেন্স ফাহিমুল ইসলাম, বিএসটিআই এর এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট, মোহাম্মদ হাসিব সরকার প্রমুখ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোট এর ভারপ্রাপ্ত সমন্বয়কারী হেলাল আহমেদ। এছাড়াও অনুষ্ঠানে তামাক বিরোধী জোট এর সাথে সম্পৃক্ত এবং তামাক নিয়ন্ত্রণে কার্যরত বিভিন্ন সংগঠনের প্রতিনিধিবৃন্দ অংশগ্রহণ করে মতামত ব্যক্ত করেন।

বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোটের সমন্বয় সভা

সমন্বর প্রতিবেদক : গত ১২ মার্চ ২০২৩, বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোট এর সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার আলোচ্য বিষয়সমুহ ছিল বাটার সদস্য পদ নবায়ন, বাটা কোড অব কন্ডাক্ট, তামাকজাত দ্রব্যের উপর কর বৃদ্ধি সংক্রান্ত কর্মসূচি। নবায়ন বিষয়ে জেলা বা বিভাগীয় পর্যায়ের ফোকাল পার্সনদের কাছে বাটার সচিবালয় থেকে সদস্য সংগঠনসমূহের তথ্য প্রেরণ করার বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। যে সকল সংগঠনগুলো পূর্বে বাটার সাথে যুক্ত ছিল তাদের সাথে পূণরায় যোগাযোগ করা এবং নতুন সংগঠনগুলোকে বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোট এর সাথে যুক্ত হবার সুযোগ তৈরির বিষয়ে আলোচনা হয়।

বাটা কোড অব কন্ডাক্ট এর ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোট এর সকল সংগঠন কর্তৃক তাদের ওয়েবসাইড এবং ফেসবুক

পেইজে "আমি --- --- সংগঠনের পক্ষে এই মর্মে ঘোষণা করছি যে, তামাক কোম্পানি বা কোম্পানির সাথে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তির সাথে আমাদের

কোনো সম্পৃকতা নেই এবং ভবিষ্যতে ও থাকবে না" শীর্ষক পোস্ট প্রদান করবে এবং নিজ নিজ সংগঠনের পেইজে বা ব্যক্তিগত ফেসবুক আইডিতে শেয়ার করবে। প্রত্যেকটি পোস্টের লিংক বিভাগীয় ম্যাসেঞ্জার গ্রুপ অথবা বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোট এর মেইলে প্রেরণ করবে। সমন্বয় সভায় উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোট এর সমন্বয়কারী সাইফুদ্দিন আহমেদ, প্রত্যাশা মাদক বিরোধী সংগঠন-ঢাকা এর সাধারণ সম্পাদক হেলাল আহমেদ, ডাস এর উপদেষ্টা আমিনুল ইসলাম বকুল, সিয়াম এর নির্বাহী পরিচালক এডভোকেট মাসুম বিল্লাহ, এইড ফাউন্ডেশন এর প্রকল্প পরিচালক (তামাক নিয়ন্ত্রণ)সাগুফতা সুলতানা, ডিডিপি এর নির্বাহী পরিচালক কাজী সোহেল রানা, একটিভ সোস্যাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটি এর চেয়ারম্যান মো. তানভীর খান, শীল্ড এর নির্বাহী পরিচালক মো.মাহবুব আলম, বিএনটিটিপি এর নির্বাহী পরিচালক হামিদুল ইসলাম হিল্লোল, প্রকল্প ব্যবস্থাপক এবং ডাব্লিউবিবি ট্রাস্ট এর কর্মসূচি ব্যবস্থাপক সৈয়দা অনন্যা রহমান।

আইন বাস্তবায়নে তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার এবং করণীয় শীর্ষক মতবিনিময় সভা

সমন্বর প্রতিবেদক : গত ৩১ মার্চ ২০২৩, রাজধানীর ফার্স হোটেলে 'তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নে তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার এবং করণীয়' শীর্ষক একটি মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ তামাকবিরোধী জোট, গ্রামবাংলা

উন্নয়ন কমিটি, এইড ফাউন্ডেশন, ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির টোব্যাকো কন্ট্রোল অ্যান্ড রিসার্চ সেল এবং ওয়ার্ক ফর বেটার বাংলাদেশ ট্রাস্ট এর উদ্যোগে এই মতবিনিময় সভাটির আয়োজন করা হয় ।

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেলের (এনটিসিসি) সমন্বয়কারী (অতিরিক্ত সচিব) **হোসেন আলী খোন্দকার** বলেন, তৃণমূল পর্যায়ে স্থানীয় সরকার বিভাগের প্রতিনিধিদের এবং পুলিশের এসআই, স্বাস্থ্য বিভাগের বিভিন্ন কর্মকর্তা ও রেলওয়ে পুলিশ কর্মকর্তাসহ স্যানিটারী ইন্সপেক্টরদেরও তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নে আরো বেশি সম্পৃক্ত করা প্রয়োজন। দুদকেরও কমিটিকেও মনিটরিং কার্যক্রম পরিচালনায় এগিয়ে আসতে হবে। প্রত্যেকের কাজের সমন্বয় থাকতে হবে। একই কাজ যেন দুটি এনজিও না করে, সে বিষয়টিও খেয়াল রাখতে হবে। পুলিশের এসআই, স্বাস্থ্য বিভাগের বিভিন্ন কর্মকর্তা ও রেলওয়ে পুলিশসহ কর্মকর্তাদেরও দায়িত্ব রয়েছে। তামাক নিয়ন্ত্রণে যে মন্ত্রণালয়গুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে তা খুঁজে বের করতে হবে এবং সহযোগিতা নিতে হবে।

বাংলাদেশ তামাকবিরোধী জোটের (বাটা) সমন্বয়কারী সাইফুদ্দিন আহমেদ এর সভাপতিত্বে সভায় মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন গ্রামবাংলা উন্নয়ন কমিটির নির্বাহী পরিচালক এ কে এম মাকসুদ। তিনি অনলাইন সার্ভেইল্যান্সের মাধ্যমে তামাক ও তামাকজাত দ্রব্য বিক্রয়স্থলগুলোকে চিহ্নিত করে জিপিএস-সংবলিত ডেটাবেজ তৈরি করা এবং সেই ডেটাবেজ অনুসারে চিহ্নিত স্থানগুলোয় মোবাইল কোর্ট ও অন্যান্য আইনি ব্যবস্থা নিতে জেলা ও উপজেলা টাস্কফোর্স কমিটি এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে সহায়তার মাধ্যমে কিভাবে 'তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন' বাস্তবায়নে ভূমিকা রাখা যায় সে বিষয়ে বাস্তব অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন। সভায় আরো বক্তব্য রাখেন দ্যা ইউনিয়নের কারিগরি পরামর্শক অ্যাডভোকেট সৈয়দ মাহবুবুল আলম, গ্রামবাংলা উন্নয়ন কমিটির পরিচালক (কর্মসূচি) খন্দকার রিয়াজ হোসেন ও ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির সহযোগী অধ্যাপক বজলুর রহমান।

বইমেলা প্রাঙ্গনে তামাক বিরোধী জোট এর অবস্থান কর্মসূচি

সমন্বর প্রতিবেদক: জনস্বাস্থ্য উন্নয়নে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন কোম্পানির প্রভাবমুক্ত রাখার বিষয়টির প্রতি গুরুত্বারোপ করে গত ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৩,

বইমেলা প্রাঙ্গনে বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোট এবং তামাক নিয়ন্ত্রণে কার্যরত সংগঠনগুলোর উদ্যোগে "তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন সংশোধন প্রক্রিয়া কোম্পানির প্রভাবমুক্ত রাখা হোক" শীর্ষক অবস্থান কর্মসূচির আয়োজন করা হয়।

উক্ত অবস্থান কর্মসূচি থেকে আহবান জানানো হয়, জনস্বাস্থ্য উন্নয়নে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ২০৪০ সালের মধ্যে তামাকমুক্ত বাংলাদেশ গড়ে তোলার দৃঢ় প্রত্যয় বাস্তবায়নে তামাক নিয়ন্ত্রণে সহায়ক নীতিসমূহ তামাক কোম্পানির প্রভাবমুক্ত রাখা জরুরি। কিন্তু দু:খজনক হলেও সত্যি ঢাকাসহ বিভিন্ন শহরের তরুণদের অন্যতম প্রধান সমাগমের স্থান রেস্টুরেন্টগুলোতে গড়ে তোলা হচ্ছে ধূমপানের স্থান। যেখানে ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো বাংলাদেশ (বিএটিবি) এর সাইন/ লোগো দেখা গেছে যা আইনের স্পষ্ট লঙ্ঘন। দেশের তরুণদের ধূমপানে উদ্বুদ্ধ করার জন্য এটি তাদের একটি উদ্দেশ্যপ্রণোদিত কূটকৌশল। এ অবস্থা থেকে উত্তোরনে জনস্বাস্থ্যহানীকর পণ্য উৎপাদনকারী তামাক কোম্পানিতে সরকারের বিদ্যমান শেয়ার প্রত্যাহার করা জরুরি।

আয়োজকরা বলেন, বিশ্বের কোন দেশে স্বাস্থ্যহানীকর তামাকজাত দ্রব্য এমন খোলামেলাভাবে বিক্রয় করা হয় না। তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনটি সংশোধনের মাধ্যমে বিক্রেতাদের জন্য লাইসেন্সিং ব্যবস্থা বাধ্যতামূলক করা হলে দেশের যত্রতত্র তামাকজাত দ্রব্য ক্রয়-বিক্রয় বন্ধ হবে। এছাড়া বিক্রয়স্থলে তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপন বন্ধের পাশপাশি অপ্রাপ্ত বয়স্ক বিক্রেতার সংখ্যা প্রায় শূন্যের কোঠায় নামিয়ে আনা সম্ভব হবে। এছাড়া, সামাজিক দায়বদ্ধতা কর্মসূচি (সিএসআর) এর আড়ালে বিভিন্ন কৌশলে তামাক কোম্পানিগুলো নিজেদের পণ্যের প্রচারণা চালাচ্ছে। বক্তারা তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন সংশোধন বিষয়ে কোম্পানির মিথ্যা প্রচারে বিভ্রান্ত না হয়ে দ্রুত জনস্বার্থে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনটি সংশোধন করার আহবান জানান।

কর্মসূচিতে বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোট, তাবিনাজ, বিএনটিটিপি, প্রত্যাশা মাদক বিরোধী সংগঠন, এইড ফাউন্ডেশন, বাঁচতে শিখ নারী, কসমস, নাটাব, টিসিআরসি, ডাস, গ্রামবাংলা উন্নয়ন কমিটি, আইডিএফ, কেএইচআরডিএস, নবনীতা মহিলা কল্যাণ সমিতি, দিশারী, আইপিএইচআরসি এবং ডাব্লিউবিবি ট্রাস্টসহ অন্যান্য সংস্থার এর কর্মকর্তাবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

তামাক নিয়ন্ত্রণে স্থানীয় সরকারের গাইডলাইন বাস্তবায়ন সভা

সমন্বয় প্রতিবেদক: গত ১১ জানুয়ারি ২০২৩, MAB এর সাধারণ সভায় এইড ফাউন্ডেশন ও কক্সবাজার পৌরসভার যৌথ উদ্যোগে "Local Government Guideline on Tobacco Control: Implication and Implementation" শীর্ষক একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন

মেয়র এলাইন্স ফর হেলদি সিটি'র চেয়ারম্যান কক্সবাজার পৌরসভার সম্মানিত মেয়র জনাব মুজিবুরহমান। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন MAB এর সভাপতি নীলফামারি পৌরসভার সম্মানিত মেয়র জনাব দেওয়ান কামাল আহমেদ, বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন MAB এর সাধারণ সম্পাদক মাদারিপুর পৌরসভার সম্মানিত মেয়র জনাব মো: খালিদ হোসাইন। প্যানেল আলোচক হিসাবে আলোচনা করেন মেয়র এলাইন্স ফর হেলদি সিটি এর কো-চেয়ারম্যান সাভার পৌরসভার সম্মানিত মেয়র জনাব হাজী মো: আব্দুল গনি, মেয়র এলাইন্স ফর হেলদি সিটি'র সাধারণ সম্পাদক ধামরাই পৌরসভার সম্মানিত মেয়র জনাব গোলাম কবির, সিংড়া পৌরসভার সম্মানিত মেয়র জনাব জান্নাতুল ফেরদৌস। এইড ফাউন্ডেশনের প্রকল্প কর্মকর্তা আবু নাসের অনীক এর সঞ্চালনয় উক্ত সভায় প্রেজেন্টেশন উপস্থাপন করেন প্রকল্প পরিচালক শাগুফতা সুলতানা। সভায় প্রায় ১৫০ জন মেয়র অংশগ্রহণ করেন। উপস্থিত সকল মেয়রগন আশাবাদ ব্যক্ত করেন তামাক নিয়ন্ত্রণে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের তামাক নিয়ন্ত্রণ নির্দেশিকা বাস্তবায়নের মাধ্যমে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা ২০৪০ সালের পূর্বেই দেশকে তামাকমুক্ত করার জন্য ভূমিকা রাখবেন।

আইন বাস্তবায়নে গণ-পরিবহন চালকদের প্রশিক্ষণ

সমন্বয় প্রতিবেদক: ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন (সংশোধিত-২০১৩) এর যথাযথ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ রোড

ট্রান্সপোর্ট অথরিটি-বিআরটিএ এর উদ্যোগ ও ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন স্বাস্থ্য সেক্টরের সহযোগিতায় রাজধানীর জোয়ার সাহারা বিআরটিসি বাস ডিপোতে গত ২৩ জানুয়ারি এর ৪, ১১, ১৮ ও ২৫ তারিখ যথাক্রমে চার ধাপে মোট ৭৬০ জন গণ-পরিবহন চালককে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। 'পেশাজীবি গাড়ি চালকদের পেশাগত দক্ষতা ও সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ' শিরোনামে আয়োজিত প্রশিক্ষণে পেশাদার গাড়ী চালকদের মাঝে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়ন ও স্বাস্থ্য ক্ষতি বিষয়ক তথ্যচিত্র উপস্থাপন করেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য সেক্টরের তামাক নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পের প্রোগ্রাম অফিসার অদুত রহমান ইমন।

প্রশিক্ষণে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ধূমপানের কুফল, স্বাস্থ্য ঝুঁকি, তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন সম্পর্কে গণপরিবহন চালকদের (বাস, সিএনজি, লেগুনা, টেম্পু) অবহিত করা হয়। চালক ও চালকের সহকারীদের ধূমপানের ফলে গণপরিবহনে পরোক্ষভাবে ধূমপানের শিকার হন যাত্রীরা, বিশেষ করে নারী ও শিশুরা। ফলে ধূমপান না করেও একই রকম ক্ষতির শিকার হচ্ছেন তারা। এ সময় ভিডিও চিত্রের মাধ্যমে অংশগ্রহণকারী চালকদের গণপরিবহনে ধূমপানের অপকারিতা বিষয়ে সুস্পষ্ট ধারণা ও আইনের বাধ্যবাধকতা সম্পর্কে বাস চালকদের সামনে বিস্তারিত উপস্থাপন করা হয়। পাবলিক প্লেস যেমন বাস টার্মিনাল, বিমান বন্দর, রেলস্টেশন, নৌ-বন্দর, সরকারী বিভিন্ন অফিসসহ গণ-জমায়েত স্থলে ধূমপান আইনত দন্ডনীয় অপরাধ। যেসব স্থানে প্রত্যক্ষ ধূমপানকারীদের কারণে পরোক্ষ ধূমপানের শিকার হচ্ছেন অনেক মানুষ।

তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নের গুরুত্ব ও করণীয় শীর্ষক কর্মশালা

সমন্বয় প্রতিবেদক: ডেভলপমেন্ট এ্যাক্টিভিটিস অব সোসাইটি-ডাস্ এর আয়োজনে গত ২৬ জানুয়ারী ২০২৩, দৌলতদিয়া ভিআইপি রেষ্ট হাউস

অডিটোরিয়ামে নৌপরিবহনে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নের গুরুত্ব ও করণীয় শীর্ষক জনঅবহিতকরণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ডাস এর নির্বাহী পরিচালক জনাব মো. আবুল কালাম আজাদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বক্তব্য প্রদান করেন গোয়ালন্দ পৌরসভার মেয়র জনাব মো. নজরুল ইসলাম মন্ডল, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন-গোয়ালন্দ উপজেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম-সম্পাদক জনাব মোহাম্মদ আলী মোল্লা, গোয়ালন্দ পৌরসভার প্যানেল মেয়র জনাব নাসির উদ্দীন রনি, গোয়ালন্দ প্রেসক্লাবের সভাপতি জনাব রাশেদুল হক রায়হান, রাজবাড়ী রিপোর্টার্স ইউনিটির সভাপতি ও এনজিও ডাস্ বাংলাদেশের সাধারণ সম্পাদক-জনাব হেলাল মাহমুদ ও বিআইডব্লিউটিসির এজিএম (মেরিন) জনাব আব্দুস সাত্তার। শুভেচ্ছা বক্তব্য প্রদান করেন ডাস্ এর প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট লীড জনাব দোয়া বখশ্ শেখ ও ডাস্ বাংলাদেশের সভাপতি জনাব আমিনুল ইসলাম লিন্টু। উপস্থাপনার উপর তথ্য বিশ্লেষণমূলক মূল বক্তব্য প্রদান করেন ডাসের টীম লিডার জনাব আমিনুল ইসলাম বকুল। ডাস্ এর সিনিয়র প্রোগ্রাম অফিসার জনাব মোয়াজ্জেম হোসেন টিপুর সঞ্চালনায় সভায় মাল্টিমিডিয়ার মাধ্যমে প্রেজেন্টেশন প্রদান করেন ডাসের পলিসি এনালিস্ট জনাব আসরার হাবীব নিপু।

অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন এইড ফাউন্ডেশনের জনাব প্রকল্প কর্মকর্তা আবু নাসের অনিক, প্রেসক্লাব গোয়ালন্দ শাখার সহ-সভাপতি জনাব মো: আবুল হোসেন, ডাস্ বাংলাদেশের জনাব শেখ রাজিব, জনাব সফিকুল ইসলাম শামীম, ডাস্ এর প্রোগ্রাম অফিসার জনাব রবিউল আলম লিটন, একাউন্টস এন্ড এডমিন অফিসার জনাব রূপালী খাতুন, ভলান্টিয়ার জনাব মাহমুদুর রহমান চঞ্চল সহ বিভিন্ন এনজিও ও মিডিয়ার সাংবাদিকবৃন্দ।

টোব্যাকো ট্যাক্স ক্যাম্পেইন প্ল্যানিং বিষয়ক কর্মশালা

সমন্বয় প্রতিবেদক: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনৈতিক গবেষণা ব্যুরো (বিইআর) ও বাংলাদেশ নেটওয়ার্ক ফর টোব্যাকো ট্যাক্স পলিসি (বিএনটিটিপি) সম্মিলিতভাবে গত ২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৩, আর্ক ফাউন্ডেশনের সম্মেলন কক্ষে টোব্যাকো ট্যাক্স ক্যাম্পেইন প্ল্যানিং বিষয়ক একটি কর্মশালার

আয়োজন করে। কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান দ্যা ইউনিয়নের কারিগরি পরামর্শক এডভোকেট সৈয়দ মাহবুবুল আলম তাহিন। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাবেক চেয়ারম্যান ড নাসিরুদ্দিন আহমেদ। কর্মশালায় গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য তুলে ধরেন একাত্তর টিভির সিনিয়র কো-রেস্পন্ডেন্স সুশান্ত সিনহা ও ডেইলি শেয়ার বিজের যুগ্ম সম্পাদক মো. মাসুম বিল্লাহ। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন এইড ফাউন্ডেশনের প্রকল্প পরিচালক শাগুফতা সুলতানা ও এসপিও আবু নাসের অনিক, বিইআর এর প্রজেক্ট ম্যানেজার হামিদুল ইসলাম হিল্লোল, প্রজেক্ট অফিসার ইব্রাহীম খলিল ও রিসার্চ এসোসিয়েট ইশরাত জাহান ঐশী, ডাস এর পলিসি এনালিস্ট মো. আসরার হাবিব নিপু ও প্রোগ্রাম অফিসার মোয়াজ্জেম হোসেন টিপু, গ্রামবাংলা উন্নয়ন কমিটির প্রোগ্রাম অফিসার মো. আলমগীর হোসেন, নাটাবের প্রজেক্ট ম্যানেজার ফিরোজ আহমেদ, টিসিআরসি এর প্রোগ্রাম ম্যানেজার ফারহানা জামান লিজা এবং ডাব্লিউবিবি ট্রাস্ট এর প্রজেক্ট অফিসার মিঠুন বৈদ্য।

'তামাক কর নীতি ব্যবস্থায় কোম্পানির ফাঁকি: জনস্বাস্থ্য রক্ষায় করণীয়' শীর্ষক কর্মশালা

সমন্বর প্রতিবেদক: গত ১২ মার্চ ২০২৩, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির কনফারেন্স হলে 'তামাক কর নীতি ব্যবস্থায় কোম্পানির ফাঁকি: জনস্বাস্থ্য রক্ষায়

করণীয়' শীর্ষক সাংবাদিকদের জন্যে আয়োজিত একটি কর্মশালার আয়োজন করা হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনৈতিক গবেষণা ব্যুরো ও বাংলাদেশ নেটওয়ার্ক ফর টোব্যাকো ট্যাক্স পলিসি (বিএনটিটিপি) যৌথভাবে এ কর্মশালার আয়োজন করে।

কর্মশালায় মূল বক্তব্য উপস্থাপন করেন তামাক নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক গবেষক ও একাত্তর টেলিভিশনের বিশেষ প্রতিনিধি **সুশান্ত সিনহা**। এ সময় তিনি বলেন, 'তামাক কোম্পানিগুলো আইন সংশোধন হলে রাজস্ব কমে যাবে বলে ভয় দেখায়। ২০০৫ সালে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন পাশ এবং ২০১৩ সালে আইনটি সংশোধনের সময়েও তারা একই ধরনের প্রচারণা চালিয়েছে। কিন্তু বাস্তবতা হলো, গত ১০ বছরে তামাক খাত থেকে সরকারের রাজস্ব ৩ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। আইন প্রণয়নের ফলে তামাক ব্যবহারের হার কমলেও রাজস্ব আয় কখনোই পূর্বের বছরের তুলনায় কমেনি। ফলে জনস্বাস্থ্য রক্ষায় তামাক নিয়ন্ত্রণের খসড়াটি পাস করার পাশাপাশি একটি তামাক করনীতি প্রণয়ন করতে হবে।'

তিনি আরও বলেন, সরকারের রাজস্ব বাড়াতে এবং ফাঁকি বন্ধ করতে অ্যাড-ভ্যালোরেম করারোপ পদ্ধতির পরিবর্তে সুনির্দিষ্ট করারোপ পদ্ধতি আরোপ করতে হবে। পাশাপাশি প্রতিটি দ্রব্যের বাজার ও বিক্রয় পর্যবেক্ষণে এবং কর আদায়ে ডিজিটাল ব্যবস্থা চালু করতে হবে। একইসঙ্গে সিগারেট ও বিড়ি প্যাকেটের মূল্যে বিক্রি নিশ্চিত করতে হবে।

কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেলের সমন্বয়কারী **হোসেন আলী খোন্দকার** বলেন, জনস্বাস্থ্য রক্ষায় ও তামাক নিয়ন্ত্রণে সাংবাদিকদের সক্রিয় অংশগ্রহণ জরুরি। তামাক কোম্পানির কূটকৌশল তুলে ধরার পাশাপাশি জনসাধারণকে সচেতন করে তুলতে হবে। একইসঙ্গে বিভিন্ন পরিসংখ্যান ও তথ্য দিয়ে নতুন নতুন প্রতিবেদনের মাধ্যমে সরকারকে তামাক নিয়ন্ত্রণে সাহায্যে এগিয়ে আসতে হবে। কারণ বিষয়টি পুরো দেশের জনস্বাস্থ্যের সঙ্গে জড়িত।

এসময় আন্তর্জাতিক সংস্থা দ্যা ইউনিয়নের কারিগরি পরামর্শক **এডভোকেট সৈয়দ মাহবুবুল আলম তাহিন** বলেন, বৃহৎ করদাতা ইউনিট-এর (এলটিইউ) অনুসন্ধানে দেখা গেছে, প্রতিদিন সরকার-নির্ধারিত মূল্যের চেয়ে অতিরিক্ত প্রায় ২০ কোটি টাকা ভোক্তার পকেট থেকে চলে যাচ্ছে। যা মাসে প্রায় ৬০০ কোটি আর বছরে দাঁড়ায় প্রায় ৭ হাজার ৩০০ কোটি টাকা। এ রাজস্ব ফাঁকি বন্ধ হলে সেই টাকা দিয়ে সারা দেশের মানুষের হৃদরোগের চিকিৎসা বিনামূল্যে করা সম্ভব হবে।

বিএনটিটিপির প্রজেক্ট ম্যানেজার **হামিদুল ইসলাম হিল্লোল** এর সঞ্চালনায় কর্মশালায় দেশের বিভিন্ন গণমাধ্যমের প্রতিনিধি, তামাক নিয়ন্ত্রণ বিশেষজ্ঞ ও উন্নয়নকর্মীরা নিজেদের মতামত ব্যক্ত করেন এবং মতামত তুলে ধরেন।

নীলফামারীর ডিমলা উপজেলাকে শতভাগ তামাক চাষ মুক্ত ঘোষণা

সমন্বর প্রতিবেদক: গত ২ জানুয়ারি ২০২৩, উপজেলা প্রশাসন ও কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের আয়োজনে উপজেলা পরিষদ মাঠে সুধী সমাবেশের

আয়োজন করা হয়। সেখানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে ডিমলা উপজেলাকে শতভাগ তামাক চাষমুক্ত ঘোষণা করেন নীলফামারী-১ (ডোমার-ডিমলা) আসনের সংসদ সদস্য বীর মুক্তিযোদ্ধা আফতাব উদ্দিন সরকার। সমাবেশে আরও উপস্থিত ছিলেন উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান বীর মুক্তিযোদ্ধা তবিবুল ইসলাম, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) বেলায়েত হোসেন, উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান নীরেন্দ্রনাথ রায়, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান আয়েশা সিদ্দিকা, কৃষি কর্মকর্তা কৃষিবিদ সেকেন্দার আলী, ডিমলা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) লাইছুর রহমান প্রমুখ।

কিশোরগঞ্জে তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপন বন্ধে কঠোর টাস্কফোর্স কমিটি

কিশোরগঞ্জে তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপন, প্রচারণা ও পৃষ্ঠপোষকতা বন্ধে কঠোর অবস্থান নিয়েছে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়ন টাস্কফোর্স কমিটি।

গত ২৮ জানুয়ারি ২০২৩, জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত টাস্কফোর্স কমিটির ত্রৈমাসিক সভায় এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আবুল কালাম আজাদের সভাপতিত্বে সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ে যুগ্মসচিব জাকিয়া পারভীন। আরও বক্তব্য রাখেন পুলিশ সুপার মোহাম্মদ রাসেল শেখ, টাস্কফোর্স কমিটির সদস্য সচিব সিভিল সার্জন ডা. মো. সাইফুল ইসলাম, এডিএম এটিএম ফরহাদ চৌধুরী, বিএমএ'র সাধারণ সম্পাদক ডা. আবদুল ওয়াহাব বাদল। সভার শুরুতে পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন দেন ডা. চৌধুরী শাহরিয়ার।

বক্তারা বলেন, ভয়াবহ স্বাস্থ্যঝুঁকির বিষয়টি বিবেচনায় রেখে তামাকজাত দ্রব্য নিয়ন্ত্রণে সমাজের সকল স্তরের মানুষের মাঝে সচেতনতা সৃষ্টিতে সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে। যুগ্ম সচিব জাকিয়া পারভীন বলেন, তামাকজাত দ্রব্যের ভয়াবহ স্বাস্থ্য ঝুঁকি থেকে আমাদের আগামী প্রজন্মকে রক্ষা করতে হবে। এ লক্ষ্যে জেলা টাস্কফোর্স কমিটির সকল সদস্য আন্তরিকভাবে এবং কঠোর হয়ে কাজ করতে হবে। প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ২০৪০ সালের মধ্যে অবশ্যই আমাদেরকে তামাকমুক্ত দেশ গড়ে তুলতে হবে। তিনি বলেন, কিশোরগঞ্জ শহরের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের আশপাশে সিগারেট বিক্রি নিষিদ্ধ করা হবে। তামাক কোম্পানিগুলো যেন কোনো অবস্থাতেই স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থীদের মার্কেটিংয়ের কাজে নিয়োগ দিতে না পারে সে ব্যাপারে নজর রাখা হবে। এছাড়া ভ্রাম্যমাণ আদালতে জরিমানার পরিমাণ বাড়ানোর পাশাপাশি শাস্তির প্রতি জোর দেওয়া হবে। **সৌজন্যে: প্রতিদিনের বাংলাদেশ**

তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নে আলোচনা সভা

সমস্বর প্রতিবেদক: গত ২৯ জানুয়ারি ২০২৩, প্রতিদিনের বাংলাদেশের মধ্যাঞ্চল ব্যুরো অফিসে অদম্য বাংলাদেশ ও জাতীয় যক্ষ্মা নিরোধ সমিতি

(নাটাব) কিশোরগঞ্জ জেলা শাখার আয়োজনে একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। কিশোরগঞ্জে তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপন ও প্রচার নিষিদ্ধ এবং পৃষ্ঠপোষকতা নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত বিধান বাস্তবায়নে স্টেকহোল্ডারদের করণীয় বিষয়ে এই আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা সভায় বক্তারা বলেন, বাংলাদেশে প্রতি বছর ১২ লাখ মানুষ তামাকজাত দ্রব্যজনিত বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হচ্ছে। এর মধ্যে ১ লাখ ৬১ হাজারের বেশি মানুষ মারা যাচ্ছে। এ ক্ষেত্রে তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপন, প্রচার ও পৃষ্ঠপোষকতা বা প্রণোদনা বন্ধ হলে তা কার্যকর ফল বয়ে আনবে; যা তামাকজাত দ্রব্যের ব্যবহার উল্লেখযোগ্য হারে কমাতে ভূমিকা রাখবে।

গাজীপুরে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নে মতবিনিময় সভা

গত ২২ জানুয়ারি ২০২৩, গাজীপুরের কালিয়াকৈর উপজেলায় গোয়ালবাথান এলাকায় কালিয়াকৈর প্রেসক্লাবের হলরুমে বাংলাদেশ জাতীয় যক্ষ্মা নিরোধ সমিতি নাটাবের আয়োজনে তামাক নিয়ন্ত্রণে স্থানীয় সরকার তামাক নিয়ন্ত্রণ গাইডলাইন ও তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নে সিভিল সোসাইটি ও এ্যাকশন কমিটির ভূমিকা শীর্ষক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। মতবিনিময় সভায়

সভাপতিত্ব করেন সাংবাদিক সরকার আব্দুল আলীম। অনুষ্ঠানে আরো বক্তব্য রাখেন, সাংবাদিক আইয়ুব রানা, এম তুষারী, ইমারত হোসেন, মাহাবুব হাসান মেহেদীসহ বিভিন্ন কর্মকর্তারা। **সৌজন্যে: বাংলাদেশ প্রতিদিন**

পঞ্চগড়ে তামাক নিয়ন্ত্রণ কর্মশালা

লাইফ স্টাইল, হেলথ এডুকেশন এন্ড প্রমোশন স্বাস্থ্য শিক্ষা ব্যুরো, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আয়োজনে এবং সিভিল সার্জন অফিস পঞ্চগড়ের বাস্তবায়নে গত ১১ জানুয়ারি ২০২৩, পঞ্চগড়ের আটোয়ারী

উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের হলরুমে তামাক নিয়ন্ত্রণ বিষয়ে কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন এবং কর্মশালার প্রধান আলোচক হিসেবে বিষদ আলোচনা করেন উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা অফিসার ডা. মো. হুমায়ুন কবীর।

কর্মশালায় বিশেষ আলোচক ছিলেন উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সর জুনিয়র কনসালটেন্ট ডা. মো.শুমসুল হুদা, মেডিকেল অফিসার ডা. মো. সানোয়ার হুদা সাধন। কর্মশালায় অংশগ্রহনকারীদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন আটোয়ারী উপজেলা প্রেস ক্লাবের সভাপতি মো. ইউসুফ আলী, আটোয়ারী প্রেস ক্লাবের সভাপতি জিল্লুর হোসেন সরকার, হাসপাতাল মসজিদের ইমাম মাওলানা মজিবর রহমান, ইউপি সদস্য পরেশ চন্দ্র বর্মন প্রমুখ। কর্মশালায় স্বাস্থ্য বিভাগের কর্মীসহ সাংবাদিক, জনপ্রতিনিধি, ইমাম, পুরোহিত, শিক্ষক ও এনজিও প্রতিনিধিরা অংশ গ্রহণ করেন। কর্মশালা পরিচালনা করেন পঞ্চগড় সিভিল সার্জন অফিসের সিনিয়র স্বাস্থ্য শিক্ষা অফিসার মো. জিয়া উদ্দীন। **সৌজন্যে : কুইকনিউজবিডি.কম**

পঞ্চগড়ের তেঁতুলিয়ায় তামাক নিয়ন্ত্রক বিষয়ক আরো একটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ৮ জানুয়ারি ২০২৩, সকালে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের

হলরুমে উপজেলার বিভিন্ন স্তরের অংশীজনদের কর্মশালার আয়োজন করা হয়।

জেলা সিভিল সার্জন কার্যালয়ের সিনিয়র স্বাস্থ্য শিক্ষা অফিসার জিয়া উদ্দিনের সভাপতিত্বে কর্মশালায় প্রেজেন্টেশন করেন স্বাস্থ্য ও প.প. কর্মকর্তা ডা. মো.আবুল কাশেম ও মেডিকেল অফিসার ডিজিজ কন্ট্রোল ডা.আবুল কাশেম। কর্মশালায় অংশ নেন চিকিৎসক, সাংবাদিক, ইমাম, জনপ্রতিনিধিসহ সচেতন নাগরিকমহল। এ সময় কর্মশালায় তামাকের ক্ষতিকর বিষয়াদি, আইন ও তামাক নিয়ন্ত্রণে সামাজিক দায়বদ্ধতা নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করা হয়। এছাড়া কর্মশালায় তামাক নিয়ন্ত্রণে গণপরিবহন ধূমপান মুক্তকরণ, তামাক বিরোধী প্রচারণা জোরদার করা, তরুণদের ধূমপানে নিরুৎসাহিত করতে সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করাসহ বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হয়।
সৌজন্যে: বাংলাদেশ টুডে

সাতক্ষীরা জেলা টাস্কফোর্স কমিটির ত্রৈমাসিক সভা

সমন্বয় প্রতিবেদক: গত ৯ মার্চ ২০২৩, ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে সিভিল সার্জন

অফিস কতৃক আয়োজিত গঠিত সাতক্ষীরা জেলা টাস্কফোর্স কমিটির ত্রৈমাসিক সভা অনুষ্ঠিত হয়।

গত ১৫ মার্চ ২০২৩, আশাশুনি উপজেলা পরিষদের সম্মেলন কক্ষে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নে টাস্কফোর্স কমিটির আরো একটি ত্রৈমাসিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের আয়োজনে উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার মো. ইয়ানুর রহমান। বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোট এর প্রতিনিধি সুশান্ত মল্লিকের সঞ্চালনায় সভায় উপস্থিত ছিলেন সদস্য সচিব ইউএইচএ ডা. মিজানুল হক, এসি ল্যান্ড দীপারানী সরকার, এসআই জাহাঙ্গীর হোসেন, মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সাইদুল ইসলাম, ফায়ার সার্ভিস স্টেশন ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আবুল কালাম আজাদ, প্রতাপনগর ইউপি চেয়ারম্যান আলহাজ্ব আবু দাউদ, শোভনালী ইউপি চেয়ারম্যান মাও. আবু বক্কর সিদ্দিক, স্যানিটারী ইন্সপেক্টর জি এম গোলাম মোস্তফা প্রমুখ।

জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেলের সহযোগিতায় উক্ত সভায় উপজেলার হাট-বাজার ও জনসমাগমপূর্ণ স্থানে ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্যের প্রচার বন্ধের জন্য মোবাইল কোর্ট পরিচালনাসহ বিভিন্ন বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।
সৌজন্যে: এবিনিউজ২৪.কম

মুজিবনগরে টাস্কফোর্স কমিটির ত্রৈয়মাসিক সভা

গত ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৩, মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলা ধূমপান ও

তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার ও নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নে উপজেলা টাস্কফোর্স কমিটির ত্রৈমাসিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। মুজিবনগর উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে সভটি অনুষ্ঠিত হয়। মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা অনিমেষ বিশ্বাসের সভাপতিত্বে সভায় তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নে

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়ন কর্মকর্তা মো. তারিকুল ইসলামসহ উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়ন এর বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন। **সৌজন্যে: মেহেরপুর নিউজ**

তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নে বিভিন্ন জেলায় মোবাইল কোর্ট

গাজীপুর জেলায় আইন লঙ্ঘনে মোবাইল কোর্ট এর অভিযান

সমন্বয় প্রতিবেদক: গত **৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৩,** গাজীপুর জেলার কৃষি গেইটের সামনে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট লিজা স্যারের নেতৃত্বে একটি মোবাইল কোর্ট করা হয়। উক্ত মোবাইল কোর্টে তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপন দেওয়ার অপরাধে

ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন ২০০৫ (সংশোধিত -২০১৩) এর ৫(ছ) ধারা মোতাবেক ৩ জন দোকানদারকে (২০০০+২০০০+ ৩০০০) মোট ৭ হাজার টাকা জরিমানা করা হয় এবং কিছু দোকানদারকে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন সম্পর্কে অবগত করা হয়।

উক্ত মোবাইল কোর্টের সময়ে উপস্থিত ছিলেন গাজীপুর ডিসি অফিসের পেশকার, জেলা স্যানিটারী ইন্সপেক্টর মো. খাদেমুল ইসলাম ও গাজীপুর জেলার ৪ সদস্যের আনসার টিমসহ তথ্য দিয়ে সহযোগিতায় ছিলেন নাটাবের প্রোগ্রাম অফিসার মো. শাহিনুর রহমান।

গত **২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৩,** গাজীপুর জেলায় বিজ্ঞ নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট তানিয়া তাবাসসুম স্যারের নেতৃত্বে আরো একটি মোবাইল কোর্ট করা হয়। উক্ত

মোবাইল কোর্টে তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপন দেওয়ার অপরাধে ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন ২০০৫ (সংশোধিত-২০১৩) এর ৫(ছ) ধারা মোতাবেক ২জন দোকানদারকে (২০০০+১০০০) মোট ৩০০০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয় এবং কিছু দোকানদারকে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন সম্পর্কে অবগত করা হয়। উক্ত মোবাইল কোর্টের সময়ে উপস্থিত ছিলেন গাজীপুর ডিসি অফিসের পেশকার, জেলা স্যানিটারী ইন্সপেক্টর মো. খাদেমুল ইসলাম ও গাজীপুর জেলার ৪ সদস্যের আনসার টিমসহ তথ্য দিয়ে সহযোগিতায় ছিলেন নাটাবের প্রোগ্রাম অফিসার মো. শাহিনুর রহমান ।

তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নে খুলনা জেলা প্রশাসনের উদ্যোগ

সমন্বর প্রতিবেদক: গত **৯ জানুয়ারি ২০২৩,** খুলনা জেলা প্রশাসক ও বিজ্ঞ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, জনাব খন্দকার ইয়াসির আরেফীন নির্দেশে এবং বিজ্ঞ

অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, খুলনা জনাব এস. এম. মুনিম লিংকন মহোদয়ের তত্ত্বাবধানে নগরীর সোনাডাঙ্গা থানার আওতাধীন নিউ মার্কেট এলাকায় মোবাইল কোর্ট হয়। মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করেন জেলা প্রশাসন, খুলনা'র সহকারী কমিশনার ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট, অপ্রতিম কুমার চক্রবর্তী। এসময় 'ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০০৫' ও (সংশোধনী) ২০১৩ এর ১০ ধারার বিধান লঙ্ঘন করে এক দোকানি প্যাকেটে স্বাস্থ্য সতর্ক ব্যতীত অবৈধভাবে বিদেশি সিগারেট বিক্রয় করছিল যা, ভ্রাম্যমাণ আদালতের নজরে আসে এবং উক্ত অপরাধে নগদ ১০,০০০/-(দশ হাজার) টাকা জরিমানা করা হয় ও অবৈধ সিগারেট জব্দ করা হয়। মোবাইল কোর্ট পরিচালনায় সহযোগিতা করেন বাংলাদেশ পুলিশের সোনাডাঙ্গা থানার চৌকশ সদস্যগণ ও এইড ফাউন্ডেশনের প্রকল্প কর্মকর্তা, কাজী মোহাম্মদ হাসিবুল হক।

সাতক্ষীরার সিনিয়র স্বাস্থ্য শিক্ষা অফিসার, জেলা তথ্য অফিসার, এসআইএমও, বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা এর যৌথ অভিযানে ধূমপানের ক্ষতিকর দিক

সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে সচেতন করা এবং তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নের অংশ হিসাবে বিজ্ঞাপন অপসারণ, আইন সর্ম্পকে অবহিতকরণ এবং সিভিল সার্জন অফিসের মুদ্রণকৃত সাইনেজ স্টিকার লাগিয়ে সাতক্ষীরার গুরুত্বপূর্ণ স্থান ও মোড়ের মুদি, চা, পানের দোকানে দোকানে উপস্থিত হয়ে সাতক্ষীরার সাধারণ জনগণকে স্বাস্থ্য সচেতন করতে বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়।

টাঙ্গাইলে তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপন বন্ধে প্রশাসনের উদ্যোগ গ্রহণ

সমন্বর প্রতিবেদক: গত **১৮ জানুয়ারি ২০২৩,** টাঙ্গাইল জেলার বেবীস্ট্যান্ড ও তালতলা বাজারে সিনিয়র সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট নাজিয়া

হোসেন এর নেতৃত্বে একটি মোবাইল কোর্ট করা হয়। উক্ত মোবাইল কোর্টে তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপন দেওয়ার অপরাধে ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন ২০০৫ (সংশোধিত-২০১৩) এর ৫(ছ) ধারা মোতাবেক ২ জন দোকানদারকে (৫০০০+২০০০) মোট ৭ হাজার টাকা জরিমানা করা হয় এবং আশেপাশে দোকানদারদের তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন সম্পর্কে অবগত করা হয়। উক্ত সময়ে উপস্থিত ছিলেন টাঙ্গাইল ডিসি অফিসের আরও দুইজন জুনিয়র নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট এবং পেশকার মো. মিজানুর রহমান মিজান ও টাঙ্গাইল জেলার পুলিশ প্রশাসনসহ নাটাবের প্রোগ্রাম অফিসার মো. শাহিনুর রহমান।

গত **৩১ জানুয়ারি ২০২৩,** টাঙ্গাইল জেলার পার্ক বাজার এলাকায় ও ছয়আনী পুকুর পাড় এলাকায় নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সিনথিয়া হোসেন ও নির্বাহী

ম্যাজিস্ট্রেট ফারজানা ইয়াসমিন এর নেতৃত্বে একটি মোবাইল কোর্ট করা হয়। উক্ত মোবাইল কোর্টে তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপন দেওয়ার অপরাধে ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন ২০০৫ (সংশোধিত-২০১৩) এর ৫(ছ) ধারা মোতাবেক ২ জন দোকানদারকে (৮০০+২০০) মোট ১ হাজার টাকা জরিমানা করা হয় এবং আশেপাশে দোকানদারদের তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন সম্পর্কে অবগত করা হয়। উক্ত সময়ে উপস্থিত ছিলেন টাঙ্গাইল ডিসি অফিসের পেশকার মো. মিজানুর রহমান মিজান ও টাঙ্গাইল জেলার পুলিশ প্রশাসনসহ নাটাবের প্রোগ্রাম অফিসার মো. শাহিনুর রহমান।

গত **১ মার্চ ২০২৩,** টাঙ্গাইল জেলার বেবীস্ট্যান্ড এলাকায় নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সিনথিয়া হোসেন এর নেতৃত্বে একটি মোবাইল কোর্ট করা হয়। উক্ত মোবাইল কোর্টে তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপন দেওয়ার অপরাধে ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন ২০০৫ (সংশোধিত ২০১৩) এর ৫(ছ) ধারা মোতাবেক ১ জন দোকানদারকে ২০০ টাকা জরিমানা করা হয় এবং আশেপাশে ছোট ছোট দোকান থেকে বিজ্ঞাপন উচ্ছেদ করা হয়। এছাড়া তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন সম্পর্কে বিক্রেতাদের অবগত করা হয়। উক্ত মোবাইল

কোর্ট পরিচালনার সময়ে উপস্থিত ছিলেন টাঙ্গাইল সদর উপজেলা স্যানিটারী ইন্সপেক্টর শাহেদা বেগম, টাঙ্গাইল ডিসি অফিসের পেশকার মো. মিজানুর রহমান মিজান ও টাঙ্গাইল জেলার পুলিশ প্রশাসনসহ নাটাবের প্রোগ্রাম অফিসার মো. শাহিনুর রহমান।

গত **৫ মার্চ ২০২৩,** তারিখে টাঙ্গাইল জেলার বটতলা বাজার ও কুমুদিনী কলেজ গেইট এলাকায় নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সিনথিয়া হোসেন ও নির্বাহী

ম্যাজিস্ট্রেট সাবরিনা আক্তার এর নেতৃত্বে একটি মোবাইল কোর্ট করা হয়। উক্ত মোবাইল কোর্টে তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপন দেওয়ার অপরাধে ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন ২০০৫ (সংশোধিত-২০১৩)এর ৫(ছ) ধারা মোতাবেক ৩ জন দোকানদারকে(৫০০+৩০০+২০০) মোট ১০০০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয় এবং আশেপাশে ছোট ছোট দোকান থেকে বিজ্ঞাপন উচ্ছেদ করা হয়।

এছাড়া তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন সম্পর্কে অবগত করা হয়। উক্ত মোবাইল কোর্টের সময়ে উপস্থিত ছিলেন টাঙ্গাইল সদর উপজেলা স্যানিটারী ইন্সপেক্টর শাহেদা বেগম, টাঙ্গাইল ডিসি অফিসের পেশকার মো. মিজানুর রহমান মিজান ও টাঙ্গাইল জেলার পুলিশ প্রশাসনসহ নাটাবের প্রোগ্রাম অফিসার

মো. শাহিনুর রহমান।

গত **১২ মার্চ ২০২৩,** টাঙ্গাইল জেলার পুরাতন বাসস্ট্যান্ড ও ঢাকা রোড এ

লাকায় নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট আবুবকর সরকার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট নাজিয়া হোসেন এর নেতৃত্বে একটি মোবাইল কোর্ট করা হয়।

উক্ত মোবাইল কোর্টে তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপন দেওয়ার অপরাধে ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন ২০০৫ (সংশোধিত -২০১৩) এর ৫(ছ) ধারা মোতাবেক ৪ জন দোকানদার প্রত্যেককে ১০০০ টাকা করে মোট ৪০০০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয় এবং আশেপাশে ছোট ছোট দোকান থেকে বিজ্ঞাপন উচ্ছেদ করা হয়। এছাড়া তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন সম্পর্কে অবগত করা হয়।

উক্ত মোবাইল কোর্টের সময়ে উপস্থিত ছিলেন টাঙ্গাইল সদর উপজেলা স্যানিটারী ইন্সপেক্টর শাহেদা বেগম, টাঙ্গাইল ডিসি অফিসের পেশকার মো. মিজানুর রহমান মিজান ও টাঙ্গাইল জেলার পুলিশ প্রশাসনসহ নাটাবের প্রোগ্রাম অফিসার মো. শাহিনুর রহমান।

বিজ্ঞাপন অপসারণে ময়মনসিংহ জেলায় মোবাইল কোর্ট

সমন্বয় প্রতিবেদক: গত **১৮ জানুয়ারি ২০২৩,** ময়মনসিংহ জেলার ব্রীজমোড় রেলক্রসিংয়ে সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট জনাব ইসমাত জাহান

ইতু এবং জনাব মাহফুজুল হক এর নেতৃত্বে একটি মোবাইল কোর্ট করা হয়। উক্ত মোবাইল কোর্টে তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপন অপসারণ করে কঠিন সতর্কবাণী প্রদান করেন এবং আশেপাশের দোকানগুলোকেও আইন সম্পর্কে অবহিত করেন। উক্ত সময়ে উপস্থিত ছিলেন পেশকার ও পুলিশ প্রশাসন এবং সহযোগিতায় ছিলেন নাটাবের প্রোগ্রাম অফিসার মো. রবিউল ইসলাম।

গত **২০ জানুয়ারি ২০২৩,** ময়মনসিংহ জেলা প্রশাসক ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেট জনাব মো. মোস্তাফিজার রহমান মহোদয়ের নির্দেশে এবং বিজ্ঞ অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট জনাব তাসলিমা মোস্তারী মহোদয়ের তত্ত্বাবধানে ময়মনসিংহ জেলার ত্রিশাল বাসস্ট্যান্ড, ধোপখোলা মোড়, আকুয়া মাদ্রাসা কোয়ার্টার মোবাইল কোর্ট পরিচালিত হয়। মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করেন জেলা প্রশাসনের সহকারী কমিশনার ও বিজ্ঞ এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট জনাব মো. এরফানুর রহমান ও জনাব নাসরিন।

এ সময় 'ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০০৫' ও (সংশোধনী) ২০১৩ এর ৫ (ছ) ধারায় তামাকের বিজ্ঞাপন প্রচারণা পৃষ্ঠপোষকতা দেওয়ার জন্য ৬টি দোকানকে সর্বমোট ৫০০০ টাকা জরিমানা করেন এবং আশেপাশের দোকানগুলোকে তামাকের বিজ্ঞাপন না দেওয়ার সতর্কবাণী দেন। মোবাইল কোর্টে সহযোগিতা করেন ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশনের স্যানিটারী ইন্সপেক্টর মো. জাবেদ ইকবাল এবং তথ্য দিয়ে সহযোগিতায় ছিলেন নাটাবের ফিল্ড অফিসার মো. রবিউল ইসলাম, পেশকার এবং পুলিশ প্রশাসন।

গত **১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৩,** ময়মনসিংহ জেলা প্রশাসক ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেট জনাব মো. মোস্তাফিজার রহমান মহোদয়ের নির্দেশে এবং অতিরিক্ত জেলা

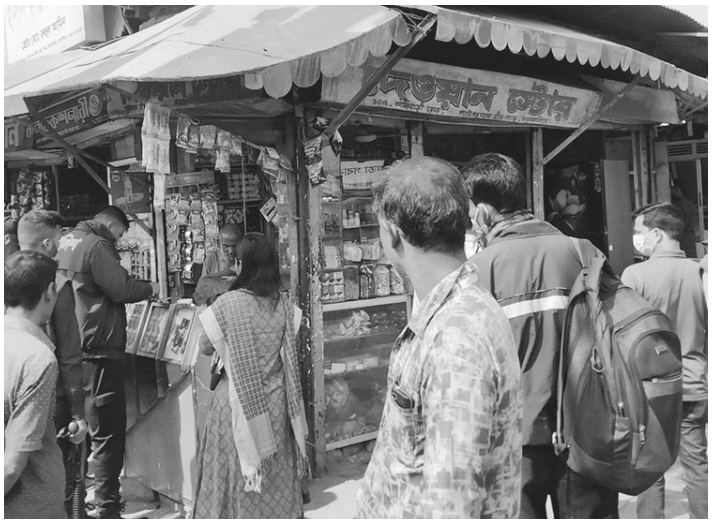

ম্যাজিস্ট্রেট জনাব তাসলিমা মোস্তফা মহোদয়ের তত্ত্বাবধানে ময়মনসিংহ জেলার ব্রিজ মোড়ে মোবাইল কোর্ট পরিচালিত হয়। মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করেন জেলা প্রশাসনের সহকারী কমিশনার ও বিজ্ঞ এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট জনাব নাসরিন। এ সময় 'ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০০৫' ও (সংশোধনী) ২০১৩ এর ৫ (ছ) ধারায় তামাকের বিজ্ঞাপন প্রচারণা পৃষ্ঠাপোষকতা দেওয়ার জন্য ২ টি দোকান দেওয়ান স্টোর ও রঞ্জিত ষ্টোর কে সর্বমোট ১১,০০০ টাকা জরিমানা করেন এবং আশেপাশের দোকানগুলোকে তামাকের বিজ্ঞাপন না দেওয়ার সতর্কবাণী দেন। মোবাইল কোর্টে সহযোগিতা করেন ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশনের স্যানিটারি ইন্সপেক্টর মো.জাবেদ ইকবাল এবং সহযোগিতায় ছিলেন নাটাবের ফিল্ড অফিসার মো.রবিউল ইসলাম, পেশকার এবং পুলিশ প্রশাসন।

গত **৩ মার্চ ২০২৩,** ময়মনসিংহ জেলা প্রশাসক ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেট জনাব মো. মোস্তফিজার রহমান মহোদয়ের নির্দেশে এবং অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট জনাব তাসলিমা মোস্তারী মহোদয়ের তত্ত্বাবধানে তামাক নিয়ন্ত্রণ

আইন বাস্তবায়নে উদ্দেশ্যে ময়মনসিংহ জেলার গাঙ্গিনাপাড় এলাকায় নাজমা বোর্ডিং আবাসিক হোটেল ও আসাদ হোটেলে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হয়। মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করেন জেলা প্রশাসনের সহকারী কমিশনার ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট জনাব নাসরিন। এখানে ধুমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০০৫' ও (সংশোধনী) ২০১৩ এর ৮ (১) অনুযায়ী পাবলিক প্লেস, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, হোটেল, রেস্তোরাতে ও সিনেমা হলে ধূমপানমুক্ত সাইন না লাগানো আইনত দন্ডনীয় অপরাধ। গাঙ্গিনাপার নাজমা বোর্ডিং আবাসিক হোটেল ও হোটেল আসাদ এ অভিযান পরিচালনা করা হয় এবং ধুমপানমুক্ত সাইন লাগানোর জন্য নির্দেশনা দেওয়া হয়। মোবাইল কোর্টে সহযোগিতা করেন ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশনের স্যানিটারী ইন্সপেক্টর মো. জাবেদ ইকবাল এবং সহযোগিতায় ছিলেন নাটাবের ফিল্ড অফিসার মো. রবিউল ইসলাম, পেশকার এবং পুলিশ প্রশাসন।

বরিশালে ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযান

বরিশালের বাকেরগঞ্জে তামাকজাত পণ্য বিক্রয় কেন্দ্রে বিজ্ঞাপন প্রদর্শন বন্ধ করতে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করা হয়েছে। গত **২২ জানুয়ারি ২০২৩,** এ অভিযান পরিচালনা করেন বাকেরগঞ্জ উপজেলার সহকারী কমিশনার (ভূমি) এবং নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট আবুজর মো. ইজাজুল হক। নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ইজাজুল হক জানান, দোকানের সামনে তামাক কোম্পানির প্রদর্শিত খালি মোড়কের আদলে সাজানো প্যাকেট, ডেস্ক

লিফলেট, ডালা প্রভৃতি প্রদর্শন করা হচ্ছিল। ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন অনুযায়ী তিন দোকানদারকে মোট আট হাজার টাকা অর্থদন্ড করা হয়। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী ২০৪০ সাল নাগাদ বাংলাদেশকে তামাকমুক্ত করার যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তা বাস্তবায়নের প্রধান অন্তরায় তামাক কোম্পানিগুলোর আইন না মানার সংস্কৃতি। ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য (নিয়ন্ত্রণ) আইন অনুসারে, তামাক পণ্যের বিক্রয় কেন্দ্রে যেকোনো উপায়ে বিজ্ঞাপন নিষিদ্ধ অথচ তামাক কোম্পানিগুলো দোকানদারদের আইনের ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে অবাধে বিজ্ঞাপন প্রদর্শন করে চলেছে।

সৌজন্যে: সময় নিউজ

চিরিরবন্দরে ধূমপান করায় জরিমানা

গত **২৬ ফ্রেব্রুয়ারি ২০২৩,** দিনাজপুর চিরিরবন্দর ঘুঘুরাতলী মোড়ে উপজেলা

নির্বাহী অফিসার মো. খালিদ হাসান এর নেতৃত্বে ভ্রাম্যমান আদালত এর একটি অভিযান পরিচালিত হয় । উক্ত অভিযানে ধূমপান করায় তিন পথচারীকে ৭০০ টাকা জরিমানা আদায় করেছে ভ্রাম্যমান আদালত।

সৌজন্যে: ভোরের কাগজ

ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযানে তামাক চুল্লি অপসারণ

হালদা নদীর উজান খাগড়াছড়ির মানিকছড়ি উপজেলায় বিষবৃক্ষ 'তামাকের অবাধ চাষ ও তামাক চুল্লিতে কাঠ পুড়ানোর দায়ে উপজেলার আসাদতলী ও

গোরখানায় ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযানে দুইটি চুল্লি ভাংচুর করেছেন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও সহকারী কমিশনার (ভূমি) রুম্পা ঘোষ।

গত ৬ মার্চ ২০২৩, সহকারী কমিশনার(ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট রুম্পা ঘোষ ভ্রাম্যমাণ আদালতে অভিযান পরিচালনা করেন। উপজেলার যোগ্যছোলা, আসাদতলী, গোরখানা, ছদুরখীল, তুলাবিল, কালাপানি এলাকায় অন্তত ৩৭ হেক্টর জমিতে তামাক চাষ করেছে একটি সংঘবদ্ধ চক্র। তামাক খেতে পাতা পরিপক্ক হওয়ার পর সম্প্রতি চুল্লি বানিয়ে তাতে বনের কাঠ পুড়িয়ে তামাক পাতা শুকানো ও পরিবেশের ক্ষতি নিয়ে সম্প্রতি পত্র-পত্রিকা ও অনলাইন পোর্টালে সচিত্র সংবাদ প্রকাশের পর বিষয়টি প্রশাসনের দৃষ্টিগোচরসহ জনপদে তোলপাড়ের সৃষ্টি হয়। এতে তামাক চাষীরা আতঙ্কিত হয়ে তামাক পাতা পুড়ানোর জন্য নির্মিত ১৫টি চুল্লির অনেকগুলোর আগুন নিভিয়ে ফেলে।

এ সময় আসাদতলীর মো. মুছা মিয়ার তামাক চুলি ও গোরখানার সাদেক মিয়ার চুলিতে কাঠ পুড়ানোর দায়ে চুল্লির পাইপ ও চুল্লির মুখ ভেঙ্গে দেওয়া হয়েছে। এ সময় উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা মহিউদ্দিন আহম্মদ, ইউপি সদস্য মো. আবদুল মতিন, মো. আবদুল মোমিনসহ পুলিশ, সাংবাদিক উপস্থিত ছিলেন। নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও সহকারী কমিশনার (ভূমি) রুম্পা ঘোষ বলেন, তামাকের ক্ষতিকর প্রভাবে হালদার জলজ প্রাণী, হালদা পাড়ের মানুষ ও এর আশেপাশের পরিবেশ দূষিত হচ্ছে। এছাড়া বনের কাঠ পুড়িয়ে তামাক চুল্লিতে তামাক পাতা পুড়ানোর আইনত অপরাধ। তাই কাউকে কাঠ জ্বালিয়ে পরিবেশ ধ্বংস করে তামাক পাতা পুড়ানোর সুযোগ দেওয়া হবে না।

সৌজন্যে: পার্বত্য নিউজ

কার্যকর তামাক কর ব্যবস্থার জন্য ' তামাক করনীতি ' প্রণয়নের দাবি

সমন্বয় প্রতিবেদক: বাংলাদেশে সুনির্দিষ্ট তামাক কর নীতি নেই। এর সুযোগ নিয়ে তামাক কোম্পানিগুলো নানাভাবে কর ফাঁকি দিচ্ছে। এতে একদিকে সরকার বিপুল পরিমাণ রাজস্ব হারাচ্ছে অন্য দিকে ত্রুটিপূর্ণ কর ব্যবস্থার কারণে

তামাকের ব্যবহার যথেষ্ট পরিমাণে কমিয়ে আনা সম্ভব হচ্ছেনা। গত ২১ মার্চ ২০২৩, শাহবাগে জাতীয় জাদুঘরের সামনে 'তামাকজাত দ্রব্যের ওপর সুনির্দিষ্ট করারোপ এবং প্যাকেটে মুদ্রিত মূল্যে তামাকজাত দ্রব্যের খুচরা বিক্রয় নিশ্চিত করার দাবিতে' একটি অবস্থান কর্মসূচিতে বক্তারা এ কথা বলেন। বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোট (বাটা), বাংলাদেশ নেটওয়ার্ক ফর টোব্যাকো ট্যাক্স পলিসি (বিএনটিটিপি) ও ওয়ার্ক ফর এ বেটার বাংলাদেশ (ডাব্লিউবিবি) ট্রাস্ট সম্মিলিতভাবে এ অবস্থান কর্মসূচির আয়োজন করে।

কর্মসূচিতে বক্তারা বলেন, তামাক কোম্পানির কারসাজিতে সারাদেশে প্যাকেটে লেখা দামের চেয়ে অনেক বেশি দামে সিগারেট বিক্রি হচ্ছে। এই অতিরিক্ত দামের ওপর রাজস্ব না পাওয়ায় সরকার প্রতিদিন প্রায় ২০ কোটি টাকা রাজস্ব হারাচ্ছে। জনস্বাস্থ্য রক্ষা ও সরকারের রাজস্ব ফাঁকি বন্ধে যে দামে সিগারেট বিক্রি হচ্ছে সেই দামটি প্যাকেটের গায়ে লিখতে তামাক কোম্পানিকে বাধ্য করতে হবে। এটি নিশ্চিত হলে সিগারেট খাত থেকে সরকার বছরে প্রায় ৫ হাজার কোটি টাকা অতিরিক্ত রাজস্ব আয় করতে পারবে।

বক্তারা বলেন, তামাক নিয়ন্ত্রণে কার্যকর লক্ষ্য পূরণে সম্প্রতি স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন সংশোধনের যে উদ্যোগ নেয়া হয়েছে তার পাশাপাশি তামাক দ্রব্যের উপর কার্যকর ও সুনির্দিষ্ট করারোপের মাধ্যমে তামাকজাত দ্রব্যের মূল্য জনসাধারণের ক্রয়সক্ষমতার বাইরে নিয়ে যাওয়া সম্ভব। বিশ্বের অধিকাংশ দেশে তামাকজাত দ্রব্যের ওপর সুনির্দিষ্ট পদ্ধতিতে করারোপ করা হয়। এতে একই সাথে সরকারের রাজস্ব আয় বাড়ে এবং তামাক কোম্পানির অযাচিত লাভ এবং কর ফাঁকি নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

বক্তারা আরো বলেন, বর্তমান কর ব্যবস্থার বিভিন্ন ত্রুটিপূর্ণ দিক বিবেচনায় নিয়ে বাংলাদেশের বর্তমান জটিল তামাক কর পদ্ধতি সংস্কার করতে হবে। সকল মূল্যস্তরের সিগারেটের ক্ষেত্রে অভিন্ন সম্পূরক শুল্ক ৬৫% করতে হবে। পাশাপাশি সবধরনের তামাকজাত দ্রব্যের ওপর সুনির্দিষ্ট তামাক কর আরোপ করতে হবে। এতে একদিকে সরকারের রাজস্ব আয় বৃদ্ধির পাশাপাশি জনস্বাস্থ্যের পরিস্থিতিও উন্নতি হবে। এসকল বিষয়কে নিয়মিত ব্যবস্থার মধ্যে আনতে দেশে অতি দ্রুত একটি শক্তিশালী তামাক কর নীতি প্রণয়ন করতে হবে।

তারা আরও বলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ২০৪০ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে তামাক মুক্ত করার ঘোষণা দিয়েছেন। একইসঙ্গে তিনি তামাকমুক্ত দেশ গড়তে বিদ্যমান তামাক কর ব্যবস্থার সংস্কার করে একটি শক্তিশালি তামাক কর নীতি প্রণয়নে ব্যবস্থা গ্রহণের কথা বলেছেন। সরকারের দায়িত্বশীল কর্মকর্তাদের এ বিষয়ে দ্রুত পদক্ষেপ নিতে হবে।

প্রত্যাশা মাদক বিরোধী সংগঠনের জেনারেল সেক্রেটারি হেলাল আহমেদ এর সভাপতিত্বে অবস্থান কর্মসূচিতে বক্তব্য প্রদান করেন স্কোপ এর নির্বাহী পরিচালক কাজী এনায়েত হোসেন, বিএনটিটিপি এর প্রকল্প ব্যবস্থাপক হামিদুল ইসলাম হিল্লোল, প্রকল্প কর্মকর্তা ইব্রাহীম খলিল, ডাব্লিউবিবি ট্রাস্ট এর হেড অব প্রোগ্রাম সৈয়দা অনন্যা রহমান, ডাস্ এর প্রকল্প কর্মকর্তা মো. রবিউল আলম, ডাব্লিউবিবি ট্রাস্ট এর প্রকল্প কর্মকর্তা সামিউল হাসান সজীব, সহকারী প্রকল্প কর্মকর্তা নাজমুন নাহার প্রমুখ। অবস্থান কর্মসূচিটি সঞ্চালনা করেন ডাব্লিউবিবি ট্রাস্ট এর প্রকল্প কর্মকর্তা মিঠুন বৈদ্য। অন্যান্যদের মধ্যে নাটাব, আর্ক ফাউন্ডেশন, ডব্লপসহ বিভিন্ন তামাক বিরোধী সংগঠনের প্রতিনিধি কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন।

২০২৩-২৪ অর্থ-বছর' এর জন্য তামাকজাত দ্রব্যের মূল্য ও কর প্রস্তাব

সমন্বর প্রতিবেদক: গত ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৩স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় এর ন্যাশনাল টোব্যাকো কন্ট্রোল সেল (এনটিসিসি) সমন্বয়কারী ও অতিরিক্ত সচিব বরাবর ২০২৩-২৪ অর্থ-বছর' এর জন্য তামাকজাত দ্রব্যের মূল্য ও কর প্রস্তাব প্রেরণ করা হয় । ওয়ার্ক ফর এ বেটার বাংলাদেশ ট্রাস্ট এর পক্ষ থেকে প্রস্তাবসমূহ সরবরাহকৃত ছকে নীচে উল্লেখ করা হলো ।

ক্রমিক নং	বর্তমান আইন ও বিধি ব্যবস্থা	প্রস্তাব সুনির্দিষ্ট সুপারিশসহ	প্রস্তাবের পক্ষে যুক্তি ও উপাত্ত	মন্তব্য
০১	০২	০৩	০৪	০৫
ক)	সিগারেটের তিনটি স্তরে (প্রিমিয়াম, উচ্চ ও মধ্যম) আরোপিত সম্পুরক শুল্কের হার ৬৫% হলেও নিম্ন স্তরে তা ৫৭% হওয়ায় চারটি স্তরের সম্পুরক শুল্কের হারের ব্যবধান বিদ্যমান	সিগারেটের নিম্ন স্তরের সম্পুরক শুল্কের হার অন্য স্তরগুলোর সমান অর্থাৎ ৬৫% করা	• বাংলাদেশের মোট ধূমপায়ীর মধ্যে প্রায় তিন চতুর্থাংশ (৭২.৩%) নিম্ন মূল্যস্তরের সিগারেট গ্রহণ করে। এই মূল্যস্তরের সিগারেটের কর হার কম হওয়ায় এই স্তর থেকে তামাক কোম্পানি বেশি মুনাফা পায় তাই তামাক কোম্পানি কৌশলে সিগারেট সেবনকারীকে এই স্তরে নামিয়ে আনছে। এ কারণেই বিগত কয়েক বছরে নিম্ন স্তরের সিগারেট সেবনকারীর হার ব্যবকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। এই স্তরের করহার কম হওয়ায় তামাক কোম্পানি যেমন অধিক মুনাফা পেয়ে যাচ্ছে, তেমনি সরকার বিশাল অংকের রাজস্ব হারাচ্ছে।	
খ)	তামাক কোম্পানিকে ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিট সুবিধা প্রদান করা হয়	তামাকজাত দ্রব্য উৎপাদনকারী কোম্পানি সমূহকে ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিট সুবিধা প্রদান বন্ধ করা	• মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ (সংযুক্তি-২) এর ধারা ৪৬ এর বিধান অনুসারে তামাক কোম্পানির জন্য কর রেয়াত পাওয়ার কোন সুযোগ ছিলো না। কিন্তু ২০১৯ সালের সংশোধনে আইনটি থেকে ৪৬ ধারা সংশ্লিষ্ট উপধারাটি বাদ যাওয়ার তামাক কোম্পানিকে কর রেয়াত (ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিট সুবিধা) দেওয়া হচ্ছে। এতে তাদের নিট মুনাফা বেড়ে যাওয়ায় এই অর্থ তারা পণ্যের প্রসারসহ নানা ব্যবসায়িক সুবিধা অর্জনে ব্যায় করতে পারছে। করের বোঝা কমে যাওয়ায় তারা পণ্যের মূল্য কমিয়ে রাখতে পারছে। • এই টাকা সরকারি তহবিলে জমা হলে তা জনগণের মঙ্গলার্থে ব্যবহার হতো।	
গ)	সিগারেটের মোড়কে শুধুমাত্র 'খুচরা মূল্য' উল্লেখ করা হয়	সিগারেটের মোড়কে 'সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য' উল্লেখ করতে সিগারেট কোম্পানিকে বাধ্য করা	• উৎপাদিত বা আমদানিকৃত তামাকযুক্ত সিগারেটের মূল্য নির্ধারণসহ উহার প্যাকেটে স্ট্যাম্প বা ব্যান্ডরোল ব্যবহার পদ্ধতি বিধিমালা, ২০১৯ (সংযুক্তি-৩) এর ৫(১) এ সিগারেটের 'সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য' নির্ধারণের বিধান অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। • পণ্য মোড়কজাতকরণ বিধিমালা, ২০২১ (সংযুক্তি-৪) এর ৫(৬) অনুযায়ী মোড়কজাত পণ্যের মোড়কের গায়ে 'সর্বোচ্চ খুচরা বিক্রয়মূল্য' মুদ্রিত থাকা বাধ্যতামূলক। কিন্তু তামাক কোম্পানিগুলো মোড়কে শুধুমাত্র 'খুচরা মূল্য' লিখছে যা আইন ও বিধির সুস্পষ্ট লঙ্ঘন। এভাবে তামাক কোম্পানি প্যাকেটে মুদ্রিত মূল্যের চেয়ে বেশিদামে পণ্য বিক্রি করে অধিক মুনাফা করছে আর সরকার বছরে প্রায় ৫ হাজার কোটি টাকা রাজস্ব হারাচ্ছে (সংযুক্তি-৫)।	
ঘ)	তামাকপাতা রপ্তানি শুল্কমুক্ত	তামাকপাতা রপ্তানিতে ২৫% শুল্ক পূণঃবহাল করা	• তামাকপাতা রপ্তানিতে ২০১৮ সাল পর্যন্ত ২৫% শুল্ক বহাল ছিল। পরবর্তীতে পর্যায়ক্রমে কমতে কমতে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে তা শূণ্যে নেমে আসে। এতে তামাক কোম্পানির মুনাফা বেড়েছে; সরকার রাজস্ব হারাচ্ছে। এই সুবিধা কোম্পানিকে তামাক চাষ প্রসারে উৎসাহী করছে যা জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশের ওপর মারাত্মক ক্ষতিকর প্রভাব ফেলার পাশাপাশি খাদ্য নিরাপত্তা ঝুঁকির মুখে পড়ছে। তাই তামাক পাতা রপ্তানীতে ২৫% শুল্ক পূণর্বহাল করা উচিৎ।	

ক্রমিক নং	বর্তমান আইন ও বিধি ব্যবস্থা	প্রস্তাব সুনির্দিষ্ট সুপারিশসহ	প্রস্তাবের পক্ষে যুক্তি ও উপাত্ত	মন্তব্য
ঙ)		সিগারেট তৈরির উপাদানসমূহ আমদানিতে আমদানি শুল্ক বৃদ্ধি করা	• সিগারেট তৈরির উপাদানসমূহ আমদানির উপর শুল্ক বৃদ্ধি করার মাধ্যমে সিগারেটের উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি করা সম্ভব। উৎপাদন ব্যয় না বাড়িয়ে শুধুমাত্র পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি করলে আদতে তামাক কোম্পানিই লাভবান হয় এবং সরকার রাজস্ব হারায়। তাই তামাকজাত দ্রব্য উৎপাদনে ব্যবহৃত ফিল্টার, কাগজ, ফ্লেভারসহ অন্যান্য উপাদান ও যন্ত্রাংশ আমদানিতে শুল্ক বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।	
চ)	তামাকজাত দ্রব্যের মূল্য নির্ধারণ এবং মূল্যের ওপর শতাংশ হারে (Ad Valorem) করারোপ	তামাকজাত দ্রব্যের সংখ্যার ওপর সুনির্দিষ্ট (specific) পরিমাণে করারোপ	• মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ (সংযুক্তি-২), এর ধারা ১৫ ও ধারা ৫৮ তে সুনির্দিষ্ট কর আরোপের বিধা সন্নিবেশিত আছে। বর্তমানে দেশে মোবাইল সিম কার্ডসহ ব্যাগেজ বিধিমালা-২০১৬ (সংযুক্তি-৬) অনুযায়ী বেশ কয়েকটি পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট কর আরোপের বিধান রয়েছে। একইভাবে তা সিগারেটের ওপর আরোপ করা যায় • তামাকজাত দ্রব্যের ওপর সুনির্দিষ্ট কর আরোপের মাধমে একইসাথে সরকারের রাজস্ব বৃদ্ধি, তামাকের ব্যবহার কমিয়ে আনা এবং তামাক কোম্পানির অনাকাংখিত মুনাফা বুদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। • সুনির্দিষ্ট কর আরোপ ব্যবস্থায় কর আদায়, মনিটরিংসহ অন্যান্য প্রশাসনিক কার্যক্রম সহজ একই সাথে এটি কর ফাঁকি প্রতিরোধে কার্যকর। • সারা বিশ্বের ২০১৯ পর্যন্ত ৬৯% দেশে সুনির্দিষ্ট কর আরোপ ব্যবস্থা কার্যকর রয়েছে। দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় ইন্দোনেশিয়া, মায়ানমার, নেপাল, শ্রীলংকা, তিমুর, ভারত ও থাইল্যান্ডে দেশে সুনির্দিষ্ট কর আরোপ ব্যবস্থা কার্যকর রয়েছে।	
ছ)	তামাকজাত দ্রব্যের প্যাকেট ভেঙ্গে খুচরা শলাকা/দ্রব্য বিক্রি বিদ্যমান	তামাকজাত দ্রব্যের প্যাকেট ভেঙ্গে খুচরা শলাকা/দ্রব্য বিক্রি বন্ধ করা	• বাজেটে নির্ধারিত সংখ্যা/পরিমাণের জন্য মূল্য নির্ধারণ করে দেওয়া হয় তাই প্যাকেট ভেঙ্গে খুচরা বিক্রয় নিয়মসিদ্ধ নয়। • প্যাকেট ভেঙ্গে খুচরা বিক্রয় বন্ধ হলে তামাকের ব্যবহার কমবে। বিশেষ করে কিশোর তরুণদের ওপর তার ইতিবাচক প্রভাব পড়বে।	
জ)	জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের তামাক কর সেল বর্তমানে নিষ্ক্রিয় রয়েছে	জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের তামাক কর সেল সক্রিয় করা	• এটি তামাক-কর ব্যবস্থার আধুনিকায়ন, করারোপ ও কর আদায়ে উত্তম পদ্ধতির প্রবর্তণের মাধ্যমে সরকারের রাজস্ব আয় বৃদ্ধির পাশাপাশি তামাকজাত দ্রব্যের ব্যবহার কমিয়ে আনার মাধ্যমে জনস্বাস্থ্য উন্নয়নে কার্যকর ভূমিকা রাখবে।	

২০২৩-২৪ অর্থ-বছর' এর জন্য তামাকজাত দ্রব্যের মূল্য ও কর প্রস্তাব:

১। **সিগারেট:** সকল ব্রান্ড ও মূল্যস্তরের সিগারেটে অভিন্ন করভার (খুচরা মূল্যের ৬৫%) নির্ধারণসহ সুনির্দিষ্ট সম্পূরক শুল্কের প্রচলন করে স্তরভিত্তিক নিম্নোক্ত মূল্য ও কর নির্ধারণ-

নম্ন স্তর : প্রতি ১০ শলাকার খুচরা মূল্য ৫৫ টাকা নির্ধারণ করে ৩৫.৭৫ টাকা সুনির্দিষ্ট সম্পূরক শুল্ক আরোপ;
মধ্যম স্তর: প্রতি ১০ শলাকার খুচরা মূল্য ৭০ টাকা নির্ধারণ করে ৪৫.৫০ টাকা সুনির্দিষ্ট সম্পূরক শুল্ক আরোপ;
উচ্চ স্তর : প্রতি ১০ শলাকার খুচরা মূল্য ১২০ টাকা নির্ধারণ করে ৭৮.০০ টাকা সুনির্দিষ্ট সম্পূরক শুল্ক আরোপ; এবং
প্রিময়াম স্তর: প্রতি ১০ শলাকার খুচরা মূল্য ১৫০ টাকা নির্ধারণ করে ৯৭.৫০ টাকা সুনির্দিষ্ট সম্পূরক শুল্ক আরোপ করা।

২। **বিড়ি:** ফিল্টারযুক্ত ও ফিল্টারবিহীন বিড়ির অভিন্ন করভার (খুচরা মূল্যের ৪৫%) নির্ধারণসহ সুনির্দিষ্ট সম্পূরক শুল্কের প্রচলন করা-
ফিল্টারবিহীন বিড়ি: ২৫ শলাকার খুচরা মূল্য ২৫ টাকা নির্ধারণ করে ১১.২৫ টাকা সুনির্দিষ্ট সম্পূরক শুল্ক আরোপ, এবং
ফিল্টারযুক্ত বিড়ি: ২০ শলাকার খুচরা মূল্য ২০ টাকা নির্ধারণ করে ৯.০০ টাকা সুনির্দিষ্ট সম্পূরক শুল্ক আরোপ করা।

৩। **জর্দা ও গুল:** জর্দা ও গুলের কর ও দাম বৃদ্ধি, অভিন্ন করভার (খুচরা মূল্যের ৬০%) নির্ধারণসহ সুনির্দিষ্ট সম্পূরক শুল্ক ব্যবস্থার প্রচলন করা
জর্দা: প্রতি ১০ গ্রাম জর্দার খুচরা মূল্য ৪৫ টাকা নির্ধারণ করে ২৭.০০ টাকা সুনির্দিষ্ট সম্পূরক শুল্ক আরোপ করা; এবং
গুল: প্রতি ১০ গ্রাম গুলের খুচরা মূল্য ২৫ টাকা নির্ধারণ করে ১৫.০০ টাকা সুনির্দিষ্ট সম্পূরক শুল্ক আরোপ করা।

৪। সকল তামাকজাত দ্রব্যের খুচরা মূল্যের ওপর ১৫% মূল্য সংযোজন কর (ভ্যাট) এবং ১% স্বাস্থ্য উন্নয়ন সারচার্জ বহাল থাকবে

তামাক আইন সংশোধনের বিরুদ্ধে অপকৌশল

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০৪০ সালের মধ্যে তামাকমুক্ত বাংলাদেশ গড়ার যে ঘোষণা দিয়েছিলেন, সেই লক্ষ্যে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় বর্তমান তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনটি সংশোধনের উদ্যোগ নিয়েছে। চূড়ান্ত খসড়াটি গত জুন থেকে জুলাই মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত জনমত জরিপের জন্য স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রচার করে। যেখানে ১৬৯ জন সংসদ সদস্য, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসিসহ প্রায় ১৬ হাজার বিশিষ্টজন আইনটি সংশোধনের পক্ষে মত দিয়েছেন। অন্যদিকে তামাক কোম্পানিগুলোর পক্ষে ভুয়া ও বেনামি প্রতিষ্ঠানের নামে খসড়া আইনটি সংশোধনের বিপক্ষে মত দেয় মাত্র ১ হাজার ১০০ জন।

বস্তুত তামাক নিয়ন্ত্রণের জন্য যখনই সরকারের পক্ষ থেকে কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়, ঠিক তখনই শুরু হয় তামাক কোম্পানিগুলোর বিভিন্ন রকম অপতৎপরতা। বিভিন্ন কৌশলে খসড়া আইনের বিপক্ষে সরকার ও নীতিনির্ধারকদের ভুল তথ্য দিয়ে প্রভাবিত করার জন্য চলে নানা অপচেষ্টা। এমনকি সরকারের ইতিবাচক উদ্যোগ ও পদক্ষেপকে প্রশ্নবিদ্ধ করে নেতিবাচক জনমত গঠনেও পিছপা হয় না স্বার্থান্বেষী মহলটি।

ইতোমধ্যে তামাক কোম্পানিগুলো আইনটি সংশোধনের বিষয়ে কিছু পয়েন্টে প্রতিবাদ করছে, যার মূলত কোনো ভিত্তি নেই। এর মধ্যে অন্যতম হলো, স্টেকহোল্ডারদের মতামত গ্রহণ না করে মন্ত্রণালয় আইন সংশোধনের খসড়া প্রস্তাবনা উপস্থাপন করেছে। পর্যালোচনা করে দেখা যায়, বাদ পড়া এই স্টেকহোল্ডারদের মধ্যে রয়েছে তামাক কোম্পানি ও তাদেরই অনুগত তথাকথিত কিছু সংগঠন।

যদিও তামাক কোম্পানিগুলোর তামাক আইন সংশোধনে স্টেকহোল্ডার হিসেবে বিবেচিত হওয়ার ন্যূনতম সুযোগ নেই। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা অনুমোদিত ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন টোব্যাকো কন্ট্রোলের (এফসিটিসি) আর্টিকেল ৫.৩-এ বলা আছে, 'রাষ্ট্রগুলোর জাতীয় আইনে তামাক নিয়ন্ত্রণে প্রণীত নীতি গ্রহণ ও বাস্তবায়নে তামাক কোম্পানি ও তাদের সঙ্গে সংশ্লিষ্টদের প্রভাবমুক্ত রাখার বাধ্যবাধকতা রয়েছে।'

যেহেতু বাংলাদেশ এফসিটিসিতে অনুস্বাক্ষরকারী প্রথম দেশ, সেহেতু বাংলাদেশের তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনে মতপ্রকাশের কোনো সুযোগ নেই কোম্পানিগুলোর। মতপ্রকাশের কোনো সুযোগ দেওয়া হলে তা হবে এফসিটিসি আর্টিকেল ৫.৩ এর চরম লঙ্ঘন। আর্টিকেলে (৫.৩) তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমকে তামাক কোম্পানির প্রভাবমুক্ত রাখার বিষয়ে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। তামাক কোম্পানির প্রতারণামূলক সব কার্যক্রম বন্ধ করতেও কঠোর মনিটরিং আইন প্রণয়ন করা প্রয়োজন।

অন্যদিকে ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন-২০০৫ অধিকতর সংশোধনের লক্ষ্যে প্রস্তাবিত খসড়া আইনটি বাস্তবায়ন হলে দেশের ১৫ লাখ খুচরা ব্যবসায়ী বেকার হয়ে যাবে এমন দাবি করছে তামাক কোম্পানিগুলো, যা পুরোপুরি ভিত্তিহীন। বলে রাখা ভালো, কোনো দোকানদারই নির্দিষ্ট করে শুধু তামাকজাত পণ্য বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করেন না। শুধু একটি পণ্যের বিক্রি বন্ধ হলে কোনো দোকানি বা ব্যবসায়ীর ব্যবসা বন্ধ হয়ে যাবে না বা তাঁরা বেকার হয়ে যাবেন না- এটি নিশ্চিত করে বলা যায়।

তারা প্রস্তাবিত আইনের সংশোধনীর বিভিন্ন ধারার বিরোধিতা করে প্রস্তাবনা দেওয়ার সুযোগ চায়। যাতে জনস্বাস্থ্যের ক্ষতি করার জন্য তাদের সুযোগ নিশ্চিত করা যায় এবং প্রস্তাবিত আইন সংশোধনের মাধ্যমে সেটি যেন বাধাগ্রস্ত না হয়!

অন্যদিকে ব্যবসায়ী ও সংশ্লিষ্ট সংগঠনগুলো, যেমন-ই-কমার্স এ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ ই-ক্যাব, সুপার মার্কেট ওনার্স এ্যাসোসিয়েশন, বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ চলাচল (যাত্রী পরিবহন) সংস্থা, বাংলাদেশ রেস্টুরেন্ট ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন ও পেশাজীবীদের সংগঠন, যেমন-বাংলাদেশ সংযুক্ত শ্রমিক ফেডারেশন-বিএসএসএফ এর মতো শীর্ষ সংগঠন তামাক আইন সংশোধনের পক্ষে সমর্থন জানিয়েছে।

তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনের লক্ষ্য তামাক কোম্পানির ব্যবসায়িক স্বার্থ রক্ষা করা নয়, বরং জনস্বাস্থ্যকে তামাকের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে রক্ষা করা। তামাক কোম্পানিগুলোর লক্ষ্য তামাকজাত দ্রব্যের ব্যবহার দিন দিন বাড়ানো ও বাণিজ্য সম্প্রসারণ করা। চূড়ান্তভাবে যা জনস্বাস্থ্যকে মারাত্মক ঝুঁকির মধ্যে ফেলছে এবং ভবিষ্যতেও ফেলবে।

সরকার আইন করে তামাকজাত দ্রব্য নিয়ন্ত্রণে নিয়মিত কাজ করে যাচ্ছে, যাতে তামাকজাত দ্রব্যের ব্যবহার নিরুৎসাহিত হয়। শুধু তামাকজাত পণ্যই নয়, ই-সিগারেট বিক্রি, বিপণন, আমদানি বন্ধে বেশ সোচ্চার সরকার। এ বিষয়ে আরও কঠোর পদক্ষেপ নিতে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় গৃহীত তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনের সংশোধনী খসড়া দ্রুত পাস হওয়া দরকার বলে মনে করছি।

লেখক: বীরেন শিকদার: *সংসদ সদস্য, মাগুরা-২; যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সদস্য* **সৌজন্যে:** *সমকাল*

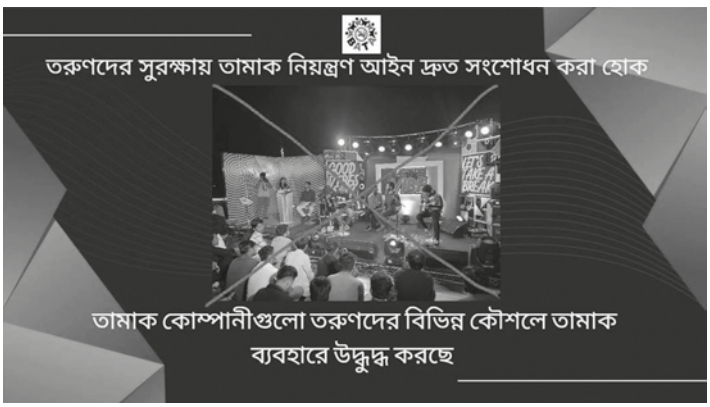

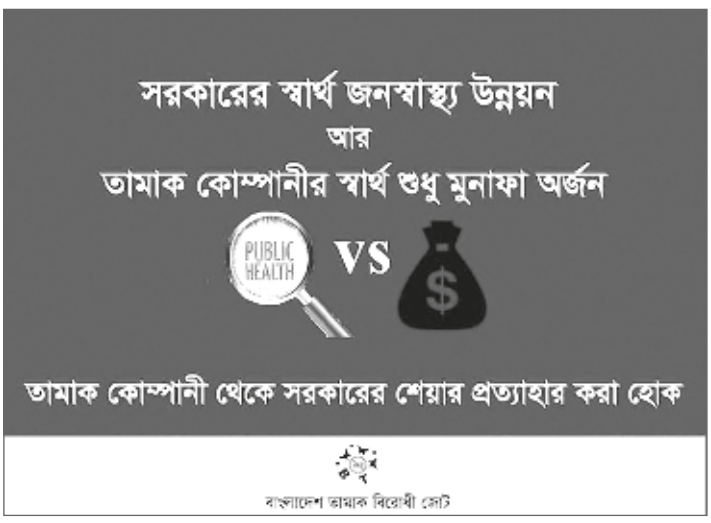

খুচরা মূল্যের কারসাজিতে রাজস্ব ক্ষতি ও তামাক কোম্পানির মিথ্যাচার

জনস্বাস্থ্য উন্নয়নে বর্তমান সরকার কর্তৃক গৃহীত উদ্যোগের প্রেক্ষিতে অর্জিত সাফল্য একটি বৈশ্বিক রোলমডেল। কিন্তু বিভিন্ন অসংক্রামক রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর সংখ্যা (৬৭%) এই সাফল্যকে অনেকাংশেই খাটো করছে। তামাক ও তামাকাজাত দ্রব্যের ব্যবহার এসকল অসংক্রামক রোগের অন্যতম প্রধান কারণ হিসাবে বিবেচিত। বাংলাদেশ সরকার ২০৩০ সালের মধ্যে এই মৃত্যুর হার এক-তৃতীয়াংশ হ্রাস করার লক্ষ্য নির্ধারন করেছে। এরই ধারাবাহিকতায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২০৪০ সালের পূর্বেই তামাকমুক্ত বাংলাদেশ গড়ার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন। এই প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের জন্য তামাকজাত দ্রব্যের উপর উচ্চহারে করারোপের মাধ্যমে ক্রয়মূল্য ভোক্তার ক্রয়সক্ষমতার উর্দ্ধে নিয়ে যাওয়া জরুরি।

কিন্তু বহুজাতিক কোম্পানিগুলো ভিন্ন মূল্যস্তরভিত্তিক তামাকজাত দ্রব্য বাজারজাত করার মাধ্যমে কর বৃদ্ধি প্রক্রিয়াকে প্রশ্নবিদ্ধ করে এবং বাধাগ্রস্থ করার চেষ্ঠা করে। এছাড়া, কোম্পানির কাছে খুচরা তামাকজাত দ্রব্য বিক্রয় রাজস্ব ফাঁকি দেয়ার সবথেকে মোক্ষম অস্ত্র হিসাবে প্রমানিত। খুচরা তামাকজাত দ্রব্য বিক্রয় এবং মোড়কে উল্লেখিত মূল্যের থেকে অধিক মূল্যে তামাকজাত দ্রব্য বিক্রয়ের ফলেই সরকার প্রতিদিন প্রায় ২০ কোটি টাকা রাজস্ব হারাচ্ছে।

সিগারেটের ধরন	প্যাকেটে উল্লেখিত মূল্য অনুযায়ী শলাকা প্রতি খুচরা মূল্য	শলাকা প্রতি খুচরা বিক্রয়মূল্য	উল্লেখিত মূল্য অনুযায়ী সিগারেট প্যাকেটের মূল্য	সিগারেটের প্যাকেটের বিক্রয়মূল্য
নিম্ন মূল্যস্তর	৪ টাকা	৫ টাকা	৮০ টাকা	৯৫-১০০ টাকা
মধ্যম মূল্যস্তর	৬.৫০ টাকা	৮ টাকা	১৩০ টাকা	১৩৮-১৪০ টাকা
উচ্চ মূল্যস্তর	১১. ১০ টাকা	১২ টাকা	২২২ টাকা	২৩৫-২৪০ টাকা
অতি-উচ্চ মূল্যস্তর	১৪.২০ টাকা	১৬ টাকা	২৮৪ টাকা	৩১০-৩২০ টাকা

উল্লেখ্য, তামাকজাত দ্রব্যের মোড়কে 'সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য' উল্লেখিত না থাকায় বিক্রেতারা সরকার নির্ধারিত মূল্যের থেকে অধিক মূল্যে তামাকজাত দ্রব্য বিক্রয় করছে। কিন্তু ২০১৯ সালের ১৩ জুন জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক জারিকৃত এসআরও অনুযায়ী সিগারেটের মোড়কে স্ট্যাম্প ও ব্যান্ডরোল ব্যবহার পদ্ধতি বিধিমালা, ২০১৯ এর ৫(১) এ সিগারেটের 'সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য' নির্ধারণের বিধান অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এই বিধিমালা অনুযায়ী কোনো উৎপাদক বা বিক্রেতা উপ বিধি (১) এর অধিনে নির্ধারিত মূল্যস্তরের অতিরিক্ত কোনো সিগারেটের মূল্য নির্ধারণ করিতে পারিবেন না। এছাড়া, ভোক্তা অধিদপ্তরের আইন অনুযায়ী, বিএসটিআই এর পণ্য মোড়কজাতকরণ বিধিমালা, ২০২১-এর বিধি-৫-এর উপবিধি (৬) অনুযায়ী মোড়কজাত পণ্যের মোড়কের গায়ে 'সর্বোচ্চ খুচরা বিক্রয়মূল্য মুদ্রিত থাকতে হবে এবং সেটিই হবে ভোক্তা মূল্য। কিন্তু সিগারেট কোম্পানিগুলো মুসক আইন ও বিধিতে প্রভাব খাটিয়ে এসআরওতে 'সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য' এর পরিবর্তে শুধুমাত্র 'খুচরা মূল্য' লিখিয়ে নিয়েছে। এরই সুযোগ নিয়ে ক্রেতাদের কাছ থেকে স্থানভেদে তামাকজাত দ্রব্যের মোড়কে মুদ্রিত মূল্যের থেকে ১০-৩৫ টাকা অধিক মূল্য আদায় করা হচ্ছে। কারণ জানতে চাইলে তামাক কোম্পানিগুলোর পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে, প্যাকেটের গায়ে মুদ্রিত মূল্য হলো খুচরা বিক্রেতার ক্রয় মূল্য। অথচ, অন্যান্য সকল ক্ষেত্রে পাইকারী ও খুচরা বিক্রেতারা পণ্যের মোড়কে মুদ্রিত মূল্যের থেকে কম মূল্যে পণ্য ক্রয় করেন এবং লাভসহ মোড়কে উল্লিখিত মূল্যে বিক্রয় করেন।

বাংলাদেশে বর্তমানে ১০ পয়সা, ২৫ পয়সা, ৫০ পয়সার প্রচলন না থাকার কারনে খুচরা সিগারেট শলাকা বিক্রয়ের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত মূল্য আদায়ের সুযোগ পায় বিক্রেতারা। এই অতিরিক্ত মূল্যের উপর কোনো প্রকার কর ধার্য না হওয়ায় কারণে প্রতিবছর প্রায় ৫০০০ কোটি টাকা রাজস্ব হারাচ্ছে সরকার। এছাড়া, সরকার নির্ধারিত ৪টি মূল্যস্তরের বিষয়টি অমান্য করে এর মাঝামাঝি মূল্যে 'রয়েল' ও 'লাকি স্ট্রাইক' নামক আরো দুটি ভিন্ন মূল্যস্তরের সিগারেট বাজারজাত করা শুরু করেছে ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো বাংলাদেশ। এই দুই ব্র্যান্ডের প্যাকেট মূল্য যথাক্রমে ১০৪ টাকা ও ১৬৪ টাকা এবং বিক্রয়মূল্য যথাক্রমে ১২০ টাকা ও ২০০ টাকা। যা সম্পূর্ণভাবেই প্রচলিত আইনের পরিপন্থী। নিম্নে শলাকা এবং প্যাকেট প্রতি কত টাকা অতিরিক্ত মূল্য আদায় করা হয় তার একটি চিত্র তুলে ধরা হলো:-

বাংলাদেশের অতি প্রচলিত একটি মিথ হলো তামাক কোম্পানিগুলো বিশেষ করে ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো কোম্পানি সরকারকে সর্বোচ্চ পরিমাণ ট্যাক্স দেয়। অথচ বাস্তবতা সম্পূর্ণ ভিন্ন। তামাক খাত থেকে অর্জিত রাজস্বের সিংহভাগ (২২ হাজার ৬৩০ কোটি টাকা) আসে এই কোম্পানি থেকে। কিন্তু এই বিশাল অংকের রাজস্বের ৯৪ শতাংশেরও অধিক আসে জনগনের প্রদেয় ভ্যাট থেকে। ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো কোম্পানি দেয় মাত্র ৮১৬ কোটি টাকা। সুতরাং বহুদিন ধরে ভোক্তাদের প্রদত্ত ভ্যাটকেও তামাক কোম্পানি তাদের প্রদত্ত রাজস্ব বলে চালিয়ে আসছে। এছাড়া ২০১৮ সালে বাংলাদেশ ক্যান্সার সোসাইটির এক গবেষণায় দেখা গেছে, প্রতি বছর তামাক খাত থেকে সরকারের উপার্জিত রাজস্বের বিপরীতে তামাকজনিত রোগের চিকিৎসা বাবদ সরকারের ব্যয় হয় ৭.৫ হাজার কোটি টাকার অধিক।

***লেখক: মিঠুন বৈদ্য**, উন্নয়নকর্মী ও কলামিস্ট* **সৌজন্যে:** *ঢাকা পোস্ট*

তামাকের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণে বিক্রেতাদের লাইসেন্সিং এর আওতাভুক্ত করা

ঝিনাইদহ, হরিনাকুন্ডু, কুষ্টিয়া, মাগুরা, নড়াইল, সাতক্ষীরা, বাগেরহাট, সিংড়া, টাঙ্গাইল, ত্রিশাল পৌরসভায় লাইসেন্সিং কার্যক্রম শুরু

স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন নির্দেশিকাটির ৮.১ ধারায় বলা হয়েছে,'তামাকজাত দ্রব্যের বিক্রয়কেন্দ্র বা যেখানে তামাকজাত দ্রব্য ক্রয়-বিক্রয় হবে তার জন্য আবশ্যিকভাবে পৃথক ট্রেড লাইসেন্স প্রদান করা এবং প্রতিবছর নির্দিষ্ট ফি প্রদান সাপেক্ষে আবেদনের মাধ্যমে উক্ত ট্রেড লাইসেন্স নবায়ন করা"। ৮.১ ধারা বাস্তবায়নের জন্য বেসরকারী সংস্থাগুলো আন্তর্জাতিক দাতা সংস্থার কারিগরী সহযোগিতায় স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের নেতৃত্বকে (মেয়র,কাউন্সিলর) লাইসেন্সিং কার্যক্রম শুরু করার জন্য সংবেদনশীল করাসহ সকল কারিগরি সহযোগিতা প্রদান করে আসছে। বর্তমানে উল্লেখিত পৌরসভার মধ্যে কিছু পৌরসভা তামাক নিয়ন্ত্রণে কার্যরত সংস্থাগুলোর সাথে কোন ধরনের কারিগরি সহযোগিতা ছাড়াই নিজস্ব উদ্যোগ ও ব্যবস্থাপনায় লাইসেন্সিং কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

ঝিনাইদহ, কুষ্টিয়া, মাগুরা, সাতক্ষীরা, বাগেরহাট, টাঙ্গাইল, ত্রিশাল এই পৌরসভাগুলিতে নির্দেশিকার ৮.১ ধারা অর্থাৎ লাইসেন্সিং কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য তামাক নিয়ন্ত্রণে কার্যরত সংস্থাগুলো পৌরসভার সাথে নিবিড়ভাবে কাজ করে আসছে। প্রথমে এইড ফাউন্ডেশন পৌরসভার মেয়রদেরকে সংবেদনশীল করার

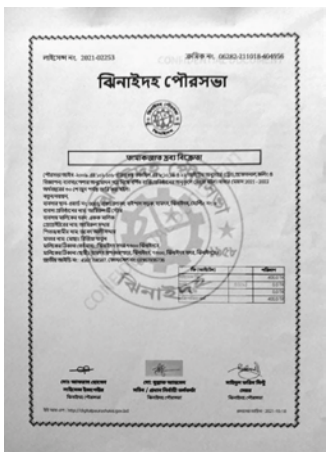

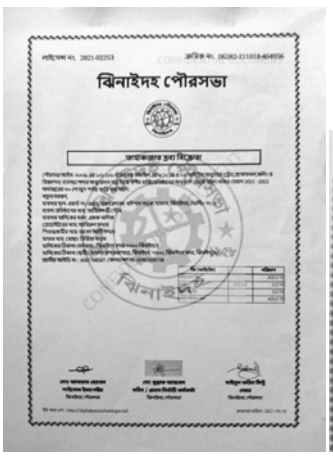

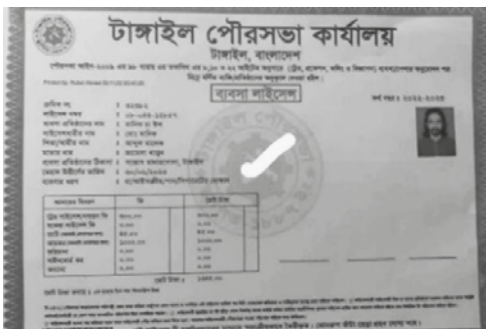

মাধ্যমে নির্দেশিকার উল্লেখিত ধারাটি বাস্তবায়নের জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এ পর্যায়ে তামাক নিয়ন্ত্রণে কর্মরত সংস্থাগুলির তত্ত্বাবধানে ডিজিটাল জরিপ কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে শহরের সমস্ত তামাকজাত দ্রব্য বিক্রেতাদের নাম, দোকানের নাম, ঠিকানা, দোকানের অবস্থান, মোবাইল নাম্বারসহ তালিকা প্রস্তুত করা হয়। এই জরিপের মাধ্যমে তামাকজাত দ্রব্যের বিক্রেতারা আইন লঙ্ঘন করে যে বিজ্ঞাপন প্রচারণা করছে সে বিষয়েও তথ্য সংগ্রহ করা হয়। জরিপকৃত তালিকাটি সংশ্লিষ্ট পৌরসভা ও জেলা টাস্কফোর্স কমিটির কাছে হস্তান্তর করা হয়। পৌরসভাগুলি উক্ত তালিকা অনুসারে লাইসেন্স গ্রহণের জন্য তামাক বিক্রেতাদের নোটিশ প্রদান করে। পৌরসভার পক্ষ থেকে মাইকিং ও লিফলেট ক্যাম্পেইনের মাধ্যমে গণপ্রচারণা করা হয়। পরবর্তীতে লাইসেন্সিং কার্যক্রম শুরু করা হয়। লাইসেন্স প্রদান করার সময় নির্দেশিকায় উল্লেখিত শর্তাবলী অনুসারে লাইসেন্স ইস্যু করা হয়। এই ধারাবাহিকতায় ঝিনাইদহ পৌরসভা বর্তমান অর্থ বছরে (২০২২-২৩) ৪১৫ টি, মাগুরা ৫০১ টি, কুষ্টিয়া ১৮০ টি, সাতক্ষীরা ৮৬ টি, বাগেরহাট ৪১ টি, টাঙ্গাইল ১৩০ টি ও ত্রিশাল পৌরসভায় ৪৫ টি লাইসেন্স ইস্যু করা হয়েছে। লাইসেন্সিং কার্যক্রম হতে সংগৃহীত রাজস্ব হতে প্রাপ্ত অর্থ তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বরাদ্দ রাখা হচ্ছে। লাইসেন্সিং কার্যক্রম পরিচালনার একটি চ্যালেঞ্জ হচ্ছে তামাক বিক্রেতাকে যেহেতু একইসাথে দুটি লাইসেন্স গ্রহণ করতে হয় সেক্ষেত্রে লাইসেন্স গ্রহণে তার আগ্রহ কম দেখা যায়।

উল্লেখিত পৌরসভাগুলির সাথে তামাক নিয়ন্ত্রণে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের গাইডলাইন বাস্তবায়নে কর্মরত এইড ফাউন্ডেশন, নাটাব, গ্রামবাংলা উন্নয়ন কমিটি দীর্ঘসময় ধরে সংবেদনশীল করার কাজ এবং লাইসেন্সিং কার্যক্রম পরিচালনার জন্য কারিগরি সহযোগিতা প্রদান করে আসছিলো। ইতিমধ্যেই হরিনাকুন্ডু ও সিংড়া পৌরসভা তাদের নিজস্ব উদ্যোগেই লাইসেন্সিং কার্যক্রম শুরু করেছে। হরিনাকুন্ডু পৌরসভায় ১৩০ টি ও সিংড়া পৌরসভায় ১৫১ টি লাইসেন্স এ পর্যন্ত ইস্যু করেছে। খুলনা, রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন, চুাডাঙ্গা, মেহেরপুর, যশোর, নড়াইল পৌরসভা লাইসেন্সিং কার্যক্রম শুরুর প্রক্রিয়া গ্রহণ করেছে। সাম্প্রতিক সময়ে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের মেয়র মহোদয়ের সাথে সাক্ষাতকালে তিনি ঘোষণা করেন অবিলম্বেই দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন তামাক বিক্রেতাদের লাইসেন্সিং এর আওতায় আনা হবে।

লাইসেন্সিং ব্যবস্থার পূর্বে জনস্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর এই ব্যবসা ছিলো একেবারেই নিয়ন্ত্রহীন। বর্তমান সময়ে লাইসেন্সিং ব্যবস্থার মাধ্যমে এই নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা সম্ভব হয়েছে। নির্দেশিকার ৮.৬ ধারা শর্তানুসরণ উল্লেখিত পৌরসভাগুলোতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রের ১০০ মিটারের মধ্যে অবস্থিত তামাকজাত দ্রব্যের দোকান অবৈধ বিবেচনায় ধারাবাহিকভাবে অপসারণ করা হচ্ছে। যারা তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য লাইসেন্সিং ব্যবস্থা কার্যকর করছে স্থানীয় সরকার বিভাগের পক্ষ থেকে তাদের জন্য বিশেষ প্রনোদনা ঘোষণা করা যেতে পারে। এর মাধ্যমে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলি তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বিশেষভাবে উৎসাহিত হবে।

মাননীয় শিল্প মন্ত্রী জনাব নরূল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন, এমপি। বিশেষ অতিথি হিসাবে অংশগ্রহণ করেন মেয়র এলাইন্স ফর হেলদি সিটি এর কো-চেয়ারম্যান, সাভার পৌরসভার মেয়র, সাধারণ সম্পাদক, ধামরাই পৌরসভার মেয়রসহ নরসিংদী জেলার অন্যান্য পৌরসভার মেয়রগণ। এছাড়াও রাজনৈতিক সংগঠনের নেতা-কর্মীবৃন্দ, বিভিন্ন নাগরিক সংগঠনের প্রতিনিধি, শিক্ষক, চিকিৎসক, ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ ও আলোচনা করেন। গণসমাবেশের এক পর্যায়ে উপস্থিত সকলে তামাক থেকে মুক্ত থাকার শপথবাক্য পাঠ করেন। উপস্থিত সকল মেয়রবৃন্দ এবং অংশগ্রহণকারীগণের মধ্যে তামাকবিরোধী এই প্রচারণামূলক কর্মসূচি ব্যাপক সাড়া তৈরি করে।

সমাবেশে উপস্থিত মাননীয় শিল্পমন্ত্রী

সাইকেল র‍্যালিতে অংশগ্রহণকারী একাংশ

সমাবেশে জমায়েতোর একাংশ

ধামরাই পৌরসভা: গত ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৩, বিশ্ব ভালোবাসা দিবসে ধামরাই পৌরসভার মেয়র জনাব গোলাম কবিরের নেতৃত্বে পৌরসভার নিজস্ব অর্থায়নে 'বিশ্ব ভালোবাসা দিবসের অঙ্গীকার, তামাক ও মাদকমুক্ত বাংলাদেশ গড়ার' শ্লোগানকে সামনে নিয়ে তামাক বিরোধী প্রচারণামূলক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়। কর্মসূচির মধ্যে প্রায় এক হাজার ছাত্র/ছাত্রীদের উপস্থিতিতে সচেতনতা র‍্যালি এবং প্রায় তিন হাজার মানুষের অংশগ্রহণে তামাকবিরোধী সচেতনতামূলক গণসমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি, ঢাকা-২০ আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য জনাব বেনজির আহমেদ, এমপি। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন গোয়ালন্দ, সাভার, টাঙ্গাইল, সিংড়া ও মনোহরদি পৌরসভার মেয়রগণ। এছাড়াও সরকারী কর্মকর্তাগণ, রাজনৈতিক সংগঠনের নেতা-কর্মীবৃন্দ, বিভিন্ন নাগরিক সংগঠনের প্রতিনিধি, শিক্ষক, চিকিৎসক, ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ ও আলোচনা করেন। গণসমাবেশের এক পর্যায়ে উপস্থিত সকলে তামাক থেকে মুক্ত থাকার শপথবাক্য পাঠ করেন। সকল মেয়রবৃন্দ এবং অংশগ্রহণকারীগণের মধ্যে তামাকবিরোধী এই প্রচারণামূলক কর্মসূচি ব্যাপক সাড়া তৈরি করে। উপস্থিত মেয়রগণ তাদের পৌরসভাতে এই খাতে বাজেট বরাদ্দ ও সচেতনতামূলক কর্মসূচি পালনের ঘোষণা প্রদান করেন।

সমাবেশে মঞ্চের একাংশ

র‍্যালির একাংশ

সমাবেশে অংশগ্রহণকারীদের একাংশ

উল্লেখ্য প্রথম পৌরসভা হিসাবে গত ৩ নভেম্বর ২০২২, কক্সবাজার পৌরসভার মেয়র জনাব মুজিবুর রহমান এর নেতৃত্বে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন নির্দেশিকার ৭.২.৭ এবং ৭.২.১৪ ধারা বাস্তবায়নে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছিলো। কর্মসূচির অধীনে পৌরসভার নিজস্ব অর্থায়নে নির্দেশিকার ৮.৫ ধারা অনুসারে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রের ১০০ মিটারের মধ্যে তামাকজাত দ্রব্যের দোকান অপসারণ এর নির্দেশনা প্রদান করা হয়। উক্ত নির্দেশনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কক্সবাজার পৌর এলাকায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রের দেয়ালে ও সামনের রাস্তায় সচেতনতামূলক বোর্ড স্থাপন ও রোড পেইন্টিং করা হয়েছিলো।

কক্সবাজার জেলা সদর হাসপাতাল এর সামনের রাস্তায় নো-স্মোকিং সাইন অঙ্কন

পৌর প্রিপারেটরি উচ্চ বিদ্যালয়ের দেওয়ালে বোর্ড স্থাপন

কক্সবাজার জেলা সদর হাসপাতাল এর দেওয়ালে বোর্ড স্থাপন।

এইড ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে বলা হয়, কক্সবাজার, মনোহরদি, ধামরাই পৌরসভার সাথে এইড ফাউন্ডেশন একটা দীর্ঘসময় ধরে সংবেদনশীল করার কাজ সম্পাদন করে আসছে। নির্দেশিকাটি বাস্তবায়নের জন্য ইতিমধ্যেই স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে। এই নির্দেশিকাটি বাস্তবায়নের জন্য মেয়র এলাইন্স ফর হেলদি সিটি গড়ে উঠেছে। উল্লেখিত তিনটি পৌরসভার মেয়রগণ এই এলাইন্স এর অর্ন্তভূক্ত। উল্লেখিত পৌরসভাগুলির তামাক নিয়ন্ত্রণে উদ্যোগ গ্রহণের ক্ষেত্রে সক্রিয় ভূমিকা রাখছে। ইতিমধ্যেই সাভার, সিংড়া, টাঙ্গাইল, গোয়ালন্দ পৌরসভা তাদের নিজস্ব অর্থায়নে সচেতনতামূলক কর্মসূচি পালনের ঘোষণা দিয়েছে। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোকে নির্দেশিকাটি বাস্তবায়নে যথাযথভাবে সংবেদনশীল করা সম্ভব হলে দেশের তামাক নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচী গতিশীলতা পাবে। এক্ষেত্রে যারা এই নির্দেশিকা অনুসরণ করে যে সমস্ত স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য পৃথক বরাদ্দ রাখছে এবং যথাযথভাবে এ বরাদ্দের ব্যবহার নিশ্চিত করছে সে সমস্ত স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের জন্য স্থানীয় সরকার বিভাগের পক্ষ থেকে বিশেষ প্রণোদনা ঘোষণা করা যেতে পারে।

তামাক বিক্রয়ে লাইসেন্সিং বাধ্যতামূলক করলেন মেয়র ফজলে নূর তাপস

সমন্বয় প্রতিবেদক: ফেব্রুয়ারি ২০২৩, থেকেই ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন আওতাভুক্ত এলাকায় তামাক ও তামাকজাত দ্রব্য বিক্রয়ে লাইসেন্স বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। গত ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৩, বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোটের একটি প্রতিনিধি দলের সাথে মতবিনিময়কালে একথা জানান ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের মেয়র ব্যারিস্টার শেখ ফজলে নূর তাপস।

প্রতিনিধি দলের পক্ষে জানানো হয়, তামাক নিয়ন্ত্রণে বর্তমান সরকার প্রধান অত্যন্ত আন্তরিক। দেশে তামাক নিয়ন্ত্রণে আইন ও বিধি প্রণীত হয়েছে। স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় তামাক নিয়ন্ত্রণ 'গাইডলাইন' প্রণয়ন করেছে। উক্ত গাইডলাইন অনুসারে তামাকজাত দ্রব্য বিক্রয় নিয়ন্ত্রণে 'লাইসেন্সিং' বাধ্যতামূলক করা হয়েছে, যা বাস্তবায়ন হলে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত ২০৪০ সালের মধ্যে দেশ তামাকমুক্ত বাংলাদেশ গড়তে সহায়ক হবে। পাশাপাশি সিটি কর্পোরেশনের রাজস্ব আয় বৃদ্ধি হবে।

মেয়র ব্যারিস্টার শেখ ফজলে নূর তাপস বলেন, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনে চলতি ফেব্রুয়ারি থেকেই স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের তামাক নিয়ন্ত্রণ 'গাইডলাইন' অনুসারে তামাকজাত দ্রব্য বিক্রয়ের ক্ষেত্রে 'লাইসেন্সিং' কার্যক্রম শুরু হবে। এছাড়াও পাবলিক প্লেস বিবেচনায় সায়েদাবাদ বাস টার্মিনালকে ধূমপানমুক্ত করা হবে বলে জানান তিনি। এসময় ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মিজানুর রহমান উপস্থিত ছিলেন।

প্রতিনিধি দলে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোটের ভারপ্রাপ্ত সমন্বয়কারী হেলাল আহমেদ, ডাস এর টিম লিডার আমিনুল ইসলাম বকুল, এইড ফাউন্ডেশনের প্রকল্প পরিচালক শাগুফতা সুলতানা, নাটাব এর প্রকল্প সমন্বয়কারী একেএম খলিলউল্লাহ, প্রকল্প ব্যবস্থাপক ফিরোজ আহম্মদ, ডাব্লিউবিবি ট্রাস্টের প্রকল্প কর্মকর্তা সামিউল হাসান সজীব, মানস এর প্রকল্প কর্মকর্তা মো. আবু রায়হান, নাটাব এর প্রোগ্রাম অফিসার মনিরুল ইসলাম প্রমুখ।

তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন দ্রুত সংশোধন করা হোক

স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব অর্থায়নে সচেতনতামূলক কার্যক্রম (মনোহরদি, ধামরাই ও কক্সবাজার পৌরসভার উদ্যোগে তামাক বিরোধী র‍্যালি ও সচেতনতা সমাবেশ)

২০১৯ সালে স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক "স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন নির্দেশিকা" প্রকাশিত এবং বাস্তবায়ন শুরু হয় ২০২১ সাল থেকে। তামাকের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণে যুগান্তকারী নির্দেশিকাটি প্রণয়নে ও বাস্তবায়নে স্থানীয় সরকার বিভাগের সাথে যুগপৎভাবে বিভিন্ন তামাক বিরোধী সংগঠন/সংস্থাগুলো সক্রিয়ভাবে কাজ করছে। তার ধারবাহিকতায় স্বাস্থ্যসম্মত নগরী তথা নির্দেশিকাটি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে 'মেয়র এলাইন্স ফর হেলদি সিটি' গঠিত হয়েছে।

স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন নির্দেশিকাটির ৭.২.৭ ধারায় 'তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমের জন্য স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের বাৎসরিক বাজেটে অর্থ বরাদ্দ রাখা এবং বরাদ্দকৃত অর্থ দিয়ে তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করার বিষয়টি উল্লেখ রয়েছে'। নির্দেশিকার ৭.২.১৪ ধারায় বলা হয়েছে 'স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বিভিন্ন তামাকবিরোধী প্রচারণামূলক কার্যক্রম গ্রহণ ও তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমের মাধ্যমে বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষের সচেতনতা ও অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করা'। নির্দেশিকাটির এই দুটি ধারা বাস্তবায়নের এইড ফাউন্ডেশন সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভার সাথে নিবিড়ভাবে কাজ করছে।

ফলশ্রুতিতে বিভিন্ন পৌরসভার নেতৃত্বে (মেয়রগণ) ৭.২.৭ ও ৭.২.১৪ ধারা বাস্তবায়নে নিজস্ব বাজেট বরাদ্দ ও উক্ত বাজেট ব্যবহার করে প্রচারণামূলক বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করেন। সাম্প্রতিক সময়ে নরসিংদির মনোহরদি ও ঢাকার ধামরাই পৌরসভা তাদের স্ব-স্ব প্রতিষ্ঠানের বাজেট ব্যবহার করে সাড়া জাগানো তামাকবিরোধী প্রচারণা কর্মসূচি পালন করে।

মনোহরদি পৌরসভা: গত ১১ ফেব্রুয়ারি ২০২৩, মনোহরদি পৌরসভার মেয়র জনাব আমিনুর রসিদ সুজনের নেতৃত্বে পৌরসভার নিজস্ব অর্থায়নে তামাকবিরোধী প্রচারণামূলক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে।

কর্মসূচির মধ্যে প্রায় তিন হাজার ছাত্র/ছাত্রীদের উপস্থিতিতে সাইকেল র‍্যালি এবং প্রায় সাত হাজার মানুষের অংশগ্রহনে তামাকবিরোধী সচেতনতামূলক গণসমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন

বাকী অংশ - ২৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

Book Post

বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোটের সমন্বয়কারী **সাইফুদ্দিন আহমেদ** কর্তৃক 'বাড়ি নং ১৪/৩/এ, জাফরাবাদ, রায়ের বাজার, ঢাকা ১২০৭' থেকে প্রকাশিত ও প্রচারিত
ফোন: ৮৮-০২-৫৫০১৬৪০৯, ০১৫৫২-৪৯৩৫১৮, ফ্যাক্স: ৮৮-০২-৮৬২৯২৭১, ই-মেইল: infobatabd@gmail.com, info@bata.net.bd ওয়েব: www.bata.net.bd